দ্বাবিংশতিতম পারা

টীকা-৭৮. হে নবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের বিবিগণ!

টীকা-৭৯. অর্থাৎ যদি অন্যান্যদেরকে এক সৎকর্মের পরিবর্তে দশগুণ সাওয়াব দিই, তবে তোমাদেরকে বিশগুণ। কেননা, সমগ্র জাহানের নারীদের উপর তোমাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর তোমাদের কর্মেও দু'টি দিক রয়েছেঃ এক) ইবাদত পালন করা এবং দুই) রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জন করা আর স্বল্পে পরিতুষ্টি ও উত্তম জীবন যাপন সহকারে হুযূরকে (দঃ) সন্তুষ্ট করা।

টীকা-৮০. জান্নাতে।

টীকা-৮১. তোমাদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী এবং তোমাদের পুরস্কার সর্বাপেক্ষা অধিক। বিশ্বের নারীদের মধ্যে কেউ তোমাদের সমকক্ষ নয়।

টীকা-৮২. এতে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি প্রয়োজনে কোন পরপুরুষের সাথে পর্দার আড়ালে কথা বলতে হয়, তাহলে এভাবে বলার ইচ্ছা করো যেন কথা বলার ভঙ্গীতে কোমলতা না আসে, কথায়ও যেন নমনীয়তা না আসে; বরং কথা অতি সাদাসিধেভাবে বলা উচিত। পবিত্রতাশ্রয়ী মহিলাদের জন্য এটাই শোভা পায়।

৩১. এবং (৭৮) যে কেউ তোমাদের মধ্যে অনুগত থাকে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি এবং সৎকাজ করে, আমি তাকে অন্যান্যদের চেয়ে দ্বিগুণ সাওয়াব দেবো (৭৯); এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক জীবিকা প্রস্তুত করে রেখেছি (৮০)।

৩২. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য নারীদের মতো নও (৮১), যদি আল্লাহ্কে ভয় করো তা'হলে কথায় এমন কোমলতা অবলম্বন করো না যেন অন্তরের রোগী কিছু লোভ করে (৮২); হাঁ, ভালো কথা বলো (৮৩)।

৩৩. এবং নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বে-পর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা (৮৪); এবং নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করো। আল্লাহ্ তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ– যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন (৮৫)।

৩৪. এবং স্মরণ করো, যা তোমাদের গৃহসমূহে পাঠ করা হয়– আল্লাহ্র আয়াতসমূহ এবং

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ

টীকা-৮৩. দ্বীন ও ইসলামের এবং সৎকর্মের শিক্ষা দান ও সদুপদেশের যদি প্রয়োজন দেখা দেয়; কিন্তু অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে।

টীকা-৮৪. 'পূর্ববর্তী জাহেলিয়াত' দ্বারা 'প্রাক-ইসলামী যুগ' বুঝানো হয়েছে। ঐ যুগে নারীগণ সগর্বে ঘর থেকে বের হতো, স্বীয় শোভা ও সৌন্দর্যের বাহার দেখাতো, যাতে পর-পুরুষেরা তাদের প্রতি তাকায়। পোষাকও এমনভাবে পরিধান করতো যে, তা দ্বারা শরীরের অঙ্গগুলো ভালোভাবে ঢাকতো না।

আর 'পরবর্তী জাহেলী যুগ' দ্বারা 'শেষ যুগ' বুঝানো হয়েছে, যে যুগের মধ্যে মানুষের কার্যাদি পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের লোকদের মতো হয়ে যাবে।

টীকা-৮৫. অর্থাৎ পাপরাশির অপবিত্রতা দ্বারা তোমরা অপবিত্র হয়োনা। এ আয়াত দ্বারা 'আহলে বায়ত' (নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। 'আহলে বায়ত'-এর মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিবিগণ, হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতিমা যাহ্রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা), হযরত আলী মুরতাদা (কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহু) এবং হাসানাঈন-ই-করীমাঈন (হযরত হাসান ও হযরত হুসাঈন) রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা সবাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। আয়াত ও হাদীসসমূহ সংগ্রহ করলে এ ফলই বের হয়। এটাই হযরত ইমাম আবুল মানসূর মাতুরীদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত হয়।

এ আয়াতগুলোতে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'আহলে বায়ত'-কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যেন তাঁরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকেন এবং যেন তাক্বওয়া ও খোদাভীরুতার পাবন্দ থাকেন।

'গুনাহ্সমূহ'কে অপবিত্রতার অর্থে এবং 'পরহেয্গারী'কে পবিত্রতার অর্থে রূপকভাবে (استعارة) ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, পাপরাশি সম্পাদনকারী ব্যক্তি সেগুলো দ্বারা এমনিভাবে অপবিত্র হয়ে যায়, যেভাবে দেহ আবর্জনা দ্বারা হয়। এ ধরণের বর্ণনাভঙ্গীতে উদ্দেশ্য এ যে, তা দ্বারা বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের মনে পাপাচারের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করা যায় এবং তাক্বওয়া ও পরহেয্গারীর প্রতি উৎসাহিত করা যায়।

টীকা-৮৬. অর্থাৎ সুন্নাহ্।

টীকা-৮৭. শানে নুযূলঃ আস্মা বিনতে আমীস যখন আপন স্বামী জা'ফর ইবনে আবী তালিবের সাথে হাব্‌শাহ্ থেকে ফিরে এলেন,তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিবিগণের সাথে সাক্ষাত করে আরয করলেন, "নারীদের সম্পর্কেও কি কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে?" তাঁরা বললেন, "না।" তখন আস্মা হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলেন, "হুযূর! নারীগণ অতি ক্ষতিগ্রস্ত।" এরশাদ ফরমালেন, "কেন?" আরয করলেন, "তাদের উল্লেখ মঙ্গল সহকারে হয়ই না, যেমনিভাবে পুরুষের হয়।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের দশটা মর্যাদা পুরুষদের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাদের সাথে এদের প্রশংসাও করা হয়েছে।

উক্ত মর্যাদাগুলোর মধ্যে **প্রথম মর্যাদা** হচ্ছে- 'ইসলাম' যা খোদা ও রসূলের আনুগত্যেরই নাম, **দ্বিতীয়** হচ্ছে- ঈমান। তা হচ্ছে বিশুদ্ধ আক্বীদা বা ধর্ম-বিশ্বাস এবং যাহের ও বাতেন (গোপন ও প্রকাশ্য) এক হওয়া, **তৃতীয় মর্যাদা** 'ক্বুনূত' অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করা।

টীকা-৮৮. এর মধ্যে **চতুর্থ মর্যাদার** বর্ণনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে- সদুদ্দেশ্য এবং সততাপূর্ণ কথা ও কাজ। এরপর **পঞ্চম মর্যাদা**- 'ধৈর্যের' বিবরণ; অর্থাৎ ইবাদতে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা। নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত থাকা- চাই প্রবৃত্তির উপর যতই কঠিন ও ভারী হোক না কেন- আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তা অবলম্বন করা উচিত। এরপর **ষষ্ঠ মর্যাদা** 'বিনয়ের' বিবরণ রয়েছে, যা আনুগত্যসমূহ ও ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে অন্তরসমূহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহকারে বিনয়ী হওয়া। এরপর **সপ্তম মর্যাদা** 'সাদ্‌ক্বাহ্‌র' বিবরণ, যা আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত সম্পদ থেকে তাঁরই পথে অতিরিক্ত ও নফলরূপে প্রদান করা হয়। অতঃপর **অষ্টম মর্যাদা** 'রোযার' বিবরণ। এটাও ফরয এবং নফল উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে এক দিরহাম সাদ্‌ক্বাহ্ করে সে 'সাদ্‌ক্বাহ্‌কারীদের' অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি প্রতি মাসে 'শুভ্র দিবসসমূহ' (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ)-এ তিনটা রোযা পালন করে সে 'রোযাদারদের' মধ্যে শামিল হয়। এরপর **নবম মর্যাদা** 'চরিত্রের পবিত্রতা'র বিবরণ। তা হচ্ছে এই যে, আপন লজ্জাস্থানকে হিফাযত করবে আর যা হালাল নয় তা থেকে বিরত থাকবে। সবশেষে **দশম মর্যাদা** 'অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা'র বিবরণ। 'যিক্‌র'-এর মধ্যে 'তাস্‌বীহ', হামদ, তাহ্‌লীল, তাকবীর, (যথাক্রমে, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা, প্রশংসা, বড়ত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করা,) ক্বোরআন পাঠ করা, ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া, নামায, ওয়ায-নসীহত, মীলাদ শরীফ, না'ত শরীফ পাঠ করা- সবই শামিল রয়েছে।

হিকমত (৮৬)। নিশ্চয়, আল্লাহ্ প্রত্যেক সূক্ষ্ম বিষয় জানেন, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

রুকূ' - পাঁচ

৩৫. নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ (৮৭), ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীগণ, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারীগণ, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারীগণ (৮৮), ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারীগণ, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারীগণ, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারীগণ, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারীগণ, স্বীয় লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফাযতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফাযতকারী নারীগণ এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারীগণ- এ সবার জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন।

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

৩৬. এবং না কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন মুসলমান নারীর জন্য শোভা পায় যে, যখন আল্লাহ্ ও রসূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখ্‌তিয়ার থাকবে (৮৯)!

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ

কথিত আছে যে, বান্দা তখনই 'যিক্‌রকারীদের' মধ্যে গণ্য হয়, যখন সে দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শয়নরত- সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে।

টীকা-৮৯. শানে নুযূলঃ এ আয়াত যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ্ আসাদিয়াহ্, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্‌শ্ এবং তাঁর মাতা উমায়মাহ্ বিনতে আবদুল মুত্তালিবের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। উমায়মাহ্ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ফুফী ছিলেন।

ঘটনা এ ছিলো যে, যায়দ ইবনে হারিসাহ্, যাঁকে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আযাদ করেছিলেন এবং তিনি হুযূরেরই সেবায় নিয়োজিত থাকতেন; হুযূর যয়নাবের জন্য তাঁর (যায়দ) বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। যয়নাব ও তাঁর ভাই তা গ্রহণ করেন নি। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত যয়নাব ও তাঁর ভাই এ নির্দেশ শুনে রাজি হয়ে গেলেন। আর হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়দের বিবাহ তাঁর (যয়নাব) সাথে করিয়ে দিলেন। হুযূর (দঃ) তাঁর মহর দশ দিনার, ষাট দিরহাম, একজোড়া কাপড়, পঞ্চাশ মুদ্দ (এক ধরণের পরিমাপ যন্ত্র, যার ওজন হয় দু'রিত্‌ল। এক রিত্‌ল = আধ সের) খাদ্য এবং ত্রিশ সা' খেজুর দিলেন।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, মানুষের জন্য হুযূর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা প্রত্যেকটা বিষয়েই

ওয়াজিব বা অপরিহার্য। আর নবী আলায়হিস্ সালামের মুকাবিলায় কেউ আপন আত্মারও খোদ-মুখ্তার নয়।

মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, 'নির্দেশ' (امـــر) ' وجـــوب ' (বা অপরিহার্যতা) নির্দেশক হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ কোন কোন তাফসীরে হযরত যায়দকে ক্রীতদাস বলা হয়েছে। কিন্তু এটা 'অন্যমনস্কতা (تسامح) থেকে মুক্ত নয়। কেননা, তিনি নিজে আযাদ ছিলেন। গ্রেফতারীর কারণে, বিশেষ করে হুযূর (দঃ) আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবে প্রেরিত হবার পূর্বে, শরীয়ত মতে, কোন ব্যক্তিই 'দাস' বা 'মামলূক' হয়ে যায় না। তদুপরি তা' ছিলো 'ফাত্‌রাত-যুগ' (নবীবিহীন সময়)। ফাত্‌রাত কালীন সময়ের লোকদেরকে 'হারবী' (কাফির-রাষ্ট্রের লোক) বলা যায় না। ('জুমান'-এ এরূপ বর্ণিত হয়েছে)।

টীকা-৯০. ইসলামের; যা অতি মহান নি'মাত,

টীকা-৯১. আযাদ করে। এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- হযরত যায়দ ইবনে হারিসাহ্। হুযূর তাঁকে আযাদ করে দেন ও তাঁকে লালন-পালন করেন।

এবং যে কেউ নির্দেশ অমান্য করে- আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের, সে নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

৩৭. এবং হে মাহবূব! স্মরণ করুন, যখন আপনি বলতেন তাকে, যাকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন (৯০), এবং আপনিও তাকে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন (৯১), 'নিজ বিবিকে নিজের কাছেই থাকতে দাও (৯২) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো (৯৩)।' এবং আপনি স্বীয় অন্তরের মধ্যে ঐ কথা (গোপন) রাখতেন, যেটাকে প্রকাশ করারই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিলো (৯৪) এবং আপনি লোকদের সমালোচনার আশঙ্কা করতেন (৯৫)। এবং আল্লাহ্ই অধিক উপযোগী এ কথার যে, আপনি তাঁরই ভয় রাখবেন (৯৬), অতঃপর যখন 'যায়দ'-এর উদ্দেশ্য তার (যয়নব) থেকে পূর্ণ হয়ে গেলো (৯৭), তারপর আমি তাকে আপনার বিবাহে দিয়ে দিলাম (৯৮), যাতে মুসলমানদের জন্য কোন বাধা না থাকে তাদের পোষ্যপুত্রদের বিবিগণের (বিবাহের) ব্যাপারে, যখন তাদের

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا

টীকা-৯২. শানে নুযূলঃ যখন হযরত যায়দের বিবাহ্ হযরত যয়নাবের সাথে হলো, তখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে ওহী এলো যে, যয়নাব আপনার পবিত্র বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এটাই মঞ্জুর হয়েছে। তা এভাবে হলো যে, হযরত যায়দ ও যয়নাবের মধ্যে মিল হলো না। হযরত যায়দ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হযরত যয়নাবের কটু কথা, কর্কশ ভাষা, অবাধ্যতা ও নিজেকে বড় মনে করার অভিযোগ করলেন। এভাবে বারংবার ঘটতে লাগলো। হুযূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়দকে বুঝ দিতেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৯৩. যয়নাবের বিরুদ্ধে বড়াই ও স্বামীকে কষ্ট দেয়ার অভিযোগ করার ক্ষেত্রে।

টীকা-৯৪. অর্থাৎ আপনি এ কথা প্রকাশ করতেন না যে, যয়নাবের সাথে তোমার স্থায়ী মিল হতে পারে না, তালাক্ব অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পবিত্র বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত করবেন আর এটা প্রকাশ করাই ছিলো আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত

টীকা-৯৫. অর্থাৎ যখন হযরত যায়দ হযরত যয়নাবকে তালাক্ব দিলেন, তখন তিনি (দঃ) লোকজনের সমালোচনার আশঙ্কাবোধ করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ তো রয়েছে 'হযরত যয়নাবের সাথে বিবাহ্ করার; কিন্তু তেমনি করলে লোকেরা এ সমালোচনা করবে যে, 'বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন মহিলাকে বিবাহ করেছেন, যে তাঁর মুখে বলা পুত্রের বিবাহাধীন ছিলো।' উদ্দেশ্য এই যে, বৈধ কাজের ক্ষেত্রে অনর্থক সমালোচনাকারীদের দিক থেকে কোন আশঙ্কা না করা উচিত।

টীকা-৯৬. এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র ভয় সর্বাপেক্ষা বেশী রাখেন এবং সর্বাপেক্ষা অধিক তাক্বওয়াসম্পন্ন, যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৯৭. এবং হযরত যায়দ হযরত যয়নাবকে তালাক্ব দিয়ে দিলেন। অতঃপর 'ইদ্দত' অতিবাহিত হলো।

টীকা-৯৮. হযরত যয়নাবের ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর তাঁর নিকট হযরত যায়দ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পয়গাম (বিয়ের প্রস্তাব) নিয়ে গেলেন এবং তিনি মাথা নীচু করে পূর্ণ লজ্জাভরে ও আদব সহকারে তাঁর নিকট ঐ পয়গাম পৌঁছালেন। তিনি (হযরত যয়নাব) বললেন, "এ ব্যাপারে আমি আমার নিজস্ব মতামতের কোন দখল দিইনা। যা আমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত, তাতেই আমি রাজি আছি।" এ কথা বলে তিনি (হযরত যয়নাব) আল্লাহ্‌র মহান দরবারে মনোনিবেশ করলেন এবং নামায আরম্ভ করে দিলেন। আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত যয়নাব ঐ বিবাহের ফলে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্ববোধ করলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই শাদীর ওলীমা খুব বড় আয়োজন সহকারে সম্পন্ন করেন।

টীকা-৯৯. অর্থাৎ যাতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, পোষ্যপুত্রের বিবির সাথে বিবাহ করা বৈধ।

টীকা-১০০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য যা বৈধ করেছেন, আর বিবাহের ক্ষেত্রে যেই সুযোগ-সুবিধা তাঁকে দান করেছেন সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণে কোন বাধা নেই।

টীকা-১০১. অর্থাৎ নবীগণ আলায়হিমুস সালামকে বিবাহের বিষয়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্যদের তুলনায় অধিক বিবি তাঁদের জন্য হালাল করা হয়েছে। যেমন হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের একশ স্ত্রী ছিলেন, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের তিনশ স্ত্রী ছিলেন। এটা তাঁদের জন্য বিশেষ বিধান; তাঁদের ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ নয়; না কেউ সেটার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের জন্য, যার জন্য যেই বিধান দেন সেটার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার কী অবকাশ আছে? এতে ইহুদীদের খণ্ডন রয়েছে; যারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে চারের অধিক বিবাহ করার উপর সমালোচনা করেছিলো। এ'তে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, এটা হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস বিধান, যেমনিভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের জন্য বহুবিবাহের খাস বিধান ছিলো।

قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

দিক থেকে তাদের প্রয়োজন মিটে যায় (৯৯)। এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾

৩৮. নবীর জন্য কোন বাধা নেই এ কথায় যা আল্লাহ্ তাঁর জন্য নির্দ্ধারিত করেছেন (১০০)। আল্লাহ্‌র বিধান চলে আসছে তাদের মধ্যে, যারা পূর্বে অতীত হয়েছে (১০১) এবং আল্লাহ্‌র কাজ সুনির্দ্ধারিতই।

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. তারাই, যারা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করে এবং তাঁকে ভয় করে, আর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না; এবং আল্লাহ্ যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী (১০২)।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

৪০. মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন (১০৩); হাঁ, আল্লাহ্‌র রসূল হন (১০৪) এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ (১০৫)। এবং আল্লাহ্ সবকিছু জানেন।

রুকূ' - ছয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

৪১. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো।

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

৪২. এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো (১০৬)।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

৪৩. তিনিই হন, যিনি দরূদ প্রেরণ করেন তোমাদের উপর এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ (১০৭),

টীকা-১০২. সুতরাং তাঁকেই ভয় করা চাই।

টীকা-১০৩. সুতরাং হযরত যায়দেরও তিনি বাস্তবে পিতা নন। তা'হলে তাঁর বিবাহকৃত স্ত্রী তাঁর (দঃ) জন্য হালাল হতো না। কাসেম, তৈয়্যব, তাহের, ইব্রাহীম হুযূর (দঃ)-এর সন্তান ছিলেন; কিন্তু তাঁরা ঐ বয়স পর্যন্ত পৌঁছেন নি যে, তাঁদেরকে 'পুরুষ' বলা যেতো! তাঁরা শিশু অবস্থায়ই ওফাত পান।

টীকা-১০৪. এবং সমস্ত রসূল হিতাকাঙ্খী ও স্নেহশীল। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং আনুগত্য প্রকাশ করা অপরিহার্য হবার কারণে আপন উম্মতের পিতা হিসেবে আখ্যায়িত হন; বরং তাঁদের প্রতি কর্তব্য প্রকৃত পিতার প্রতি কর্তব্য অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও উম্মত প্রকৃত সন্তান হয়ে যায় না এবং প্রকৃত সন্তানদের সমস্ত বিধান– উত্তরাধিকার ইত্যাদি তার জন্য প্রযোজ্য হয় না।

টীকা-১০৫. অর্থাৎ সর্বশেষ নবী। অর্থাৎ নবূয়তের ধারা তাঁর উপরই সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর নবূয়তের পর কেউ নবূয়ত পেতে পারেনা। এমনকি, যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম অবতরণ করবেন, তখন যদিও তিনি নবূয়ত পূর্বে পেয়েছিলেন, কিন্তু অবতরণের পর তিনি শরীয়তে মুহাম্মদী (দঃ) অনুসারে কাজ করবেন এবং এ শরীয়ত অনুযায়ী নির্দেশ দেবেন ও তাঁরই ক্বিবলা অর্থাৎ কা'বা মু'আয্‌যামার দিকে মুখ করে নামায পড়বেন।

হুযূরের (দঃ) সর্বশেষ নবী হওয়া নিশ্চিত ও অকাট্য। ক্বোরআনের আয়াতও এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে আর 'সিহাহ্'-এর বহু সংখ্যক হাদীস, যেগুলো 'মুতা'ওয়াতির'-এর পর্যায়ে পৌঁছে, দ্বারা প্রমাণিত যে, হুযূর সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে কেউ নবী হবে না। যে কেউ হুযূরের নবূয়তের পর অন্য কারো পক্ষে নবূয়ত পাওয়া সম্ভব বলে জানে, সে 'খতমে নবূয়ত'-কে অস্বীকার করে এবং কাফির ও ইসলাম বহির্ভূত।

টীকা-১০৬. কেননা, সকাল ও সন্ধ্যার সময়গুলো হচ্ছে দিন ও রাতের ফিরিশতাদের একত্রিত হওয়ার সময়। এ কথাও বলা হয়েছে যে, দিন ও রাতের প্রান্তগুলো উল্লেখ করে সার্বক্ষণিক যিক্‌রের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

টীকা-১০৭. শানে নুযূলঃ হযরত আনাস্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, যখন আয়াত إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ নাযিল হলো তখন হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়া সাল্লাম!) যখন আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করেন, তখন আমরা অনুগ্রহ-প্রার্থীদেরকেও আপনার মাধ্যমে দান করেন।" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এ

আয়াত শরীফ নাযিল করেন।

টীকা-১০৮. অর্থাৎ কুফর, নির্দেশ অমান্য করা ও খোদাকে না চেনা ইত্যাদির মতো অন্ধকাররাশি থেকে সত্য, সৎপথ এবং আল্লাহ্‌র পরিচিতির আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করেন।

টীকা-১০৯. 'সাক্ষাৎকাল' দ্বারা হয়ত 'মৃত্যুকাল' বুঝানো হয়েছে অথবা 'কবর' থেকে বের হবার সময় বুঝানো হয়েছে, অথবা 'জান্নাতে প্রবেশ করার সময়'। বর্ণিত হয় যে, হযরত মালাকুল মওত কোন মু'মিনের রূহ্ তাকে সালাম না করে হনন করেন না। হযরত ইবনে মসঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, যখন 'মালাকুল মওত' মু'মিনের রূহ হনন করার জন্য আসেন তখন বলেন, "তোমার প্রতিপালক তোমাকে সালাম বলছেন।" এটাও বর্ণিত হয় যে, মু'মিনগণ যখন কবর থেকে বের হবেন, তখন ফিরিশ্‌তাগণ নিরাপত্তা বা শান্তির সুসংবাদ হিসেবে তাদেরকে সালাম করবেন। (জুমাল ও খাযিন)

টীকা-১১০. 'শাহেদ' (شـــاهــــد)-এর অনুবাদ 'উপস্থিত-পর্যবেক্ষণকারী' (হাযির-হাযির) করা খুব উত্তম অনুবাদই। ইমাম রাগেবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'মুফরাদাত'-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয় اَلشُّهُوْدُ وَالشَّهَادَةُ اَلْحُضُوْرُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ اِمَّا بِالْبَصَرِ اَوْ بِالْبَصِيْرَةِ অর্থাৎ-شهـود ও شـهـا دة

لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٣﴾

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚۖ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ﴿٤٥﴾

وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ

যেন তোমাদেরকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন (১০৮); এবং তিনি মুসলমানদের উপর দয়ালু।

৪৪. তাদের জন্য সাক্ষাতের সময়ের অভিবাদন হবে 'সালাম' (১০৯) এবং তাদের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৪৫. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি 'উপস্থিত' 'পর্যবেক্ষণকারী' (হাযির-নাযির) করে (১১০), সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে (১১১);

৪৬. এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী (১১২) আর আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে (১১৩)।

৪৭. এবং ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

৪৮. এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের খুশী করবেন না, তাদের নির্যাতনকে উপেক্ষা করুন (১১৪) এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন। আর আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট কর্মবিধায়ক।

৪৯. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুসলমান নারীদেরকে বিবাহ করো, অতঃপর তাদের গায়ে হাত লাগানো ব্যতিরেকেই ছেড়ে দাও, তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর এমন কোন 'ইদ্দত' নেই, যা তোমরা গণনা করবে (১১৫)।

এর অর্থ হচ্ছে- ঘটনা স্থলে প্রত্যক্ষভাবে দেখার সাথে হাযির থাকা-চাই সেই দেখা কপালের চোখে হোক কিংবা অন্তরের চোখে হোক। আর 'সাক্ষী'কেও এ জন্য شـــاهــد বলা হয়, যেহেতু সাক্ষী সচক্ষে অবলোকনের মাধ্যমে যেই জ্ঞান রাখে তা বর্ণনা করে থাকে। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমগ্র জাহানের প্রতি প্রেরিত। তাঁর (দঃ) রিসালত ব্যাপক (عامــه)। যেমন 'সূরা ফোরক্বান'-এর প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনেরও সমস্ত সৃষ্টির জন্য সাক্ষী এবং তাদের কর্ম ও কার্যকলাপ, সত্যায়ন ও প্রত্যাখ্যান, হিদায়ত ও গোমরাহী- সবই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ফরমাচ্ছেন। (আবুস সা'উদ, জুমাল)

টীকা-১১১. অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ ও কাফিরদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় শুনান।

টীকা-১১২. অর্থাৎ সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র ক্ষমতার প্রতি আহ্বান জানান।

টীকা-১১৩. ' سـراج ' (সিরাজ)-এর অনুবাদ- 'সূর্য'। এটা ক্বোরআন করীমেরই সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যময়। সূর্যকে 'সিরাজ' বলা হয়েছে। যেমন- 'সূরা নূহ'-এ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ; আর শেষ পারার প্রথম সূরায় এরশাদ হয়েছে- وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا । প্রকৃতপক্ষে, হাজার হাজার সূর্য অপেক্ষাও অধিক আলো হুযূর (দঃ)-এর নবূয়তের 'নূরই' দান করেছে। আর তিনি (দঃ) কুফর ও শির্কের গাঢ় অন্ধকারকে স্বীয় বাস্তবতা বিকিরণকারী 'নূর' দ্বারা দূরীভূত করে দিয়েছেন, সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র পরিচিতি ও একত্ববাদ পর্যন্ত পৌঁছার পথসমূহ সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। পথভ্রষ্টতার অন্ধকার উপত্যকায় পথহারা লোকদেরকে স্বীয় হিদায়তের আলো দ্বারা সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়েছেন এবং নবূয়তের জ্যোতি দ্বারা হৃদয় ও অন্তরচক্ষু এবং মন ও আত্মাগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর (দঃ) বরকতময় অস্তিত্ব এমন এক বিশ্ব আলোকিতকারী সূর্য, যা হাজার হাজার সূর্যই তৈরী করেছে। এ কারণে, তাঁর গুণাবলীর মধ্যে ' منـيـر ' (আলোকদানকারী)ও এরশাদ হয়েছে।

টীকা-১১৪. যতক্ষণ পর্যন্ত না এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেয়া হয়।

টীকা-১১৫. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দেয়া হয়, তবে তার উপর 'ইদ্দত' পালন করা ওয়াজিব নয়।

মাস্‌আলাঃ ' বিশুদ্ধ নির্জনতা' (خلوت صحيحه অর্থাৎ এমন এক স্থানে স্বামী ও স্ত্রী একত্রিত হওয়া, যাতে সঙ্গমে কোন বাধা না থাকে)ও স্ত্রী-সহবাসের শামিল। সুতরাং এমন নির্জনতার পর তালাক্ব দিলে 'ইদ্দত' পালন করা ওয়াজিব হবে; যদিও সঙ্গম সংঘটিত না হয়।

মাস্‌আলাঃ এ বিধান মু'মিন-নারী ও কিতাবী-নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু আয়াতে মু'মিন নারীদেরকেই উল্লেখ করা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিবাহ মু'মিন নারীকেই করা উত্তম।

টীকা-১১৬. মাস্‌আলাঃ অর্থাৎ যদি তাদের 'মহর' নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে, তবে 'নির্জনতা' (خلوت)-এর পূর্বে তালাক্ব দিলে স্বামীর উপর 'অর্দ্ধেক মহর' ওয়াজিব হবে। আর যদি মহর নির্দ্ধারিত না হয়ে থাকে, তবে এক সেট কাপড় দেয়াই ওয়াজিব, যাতে তিনটা কাপড় থাকে।

টীকা-১১৭. 'উত্তমরূপ ছেড়ে দেয়া' এ যে, তাদের প্রাপ্যসমূহ তাদেরকে যথাযথভাবে প্রদান করা হবে, তাদেরকে কোনরূপ ক্ষতির সম্মুখীন করা হবে না এবং তাদেরকে রুখে রাখা যাবে না। কেননা, তাদের উপর ইদ্দত নেই।

টীকা-১১৮. 'মহর' নগদ প্রদান করা এবং 'আক্বদ'-এর সময় তা নির্দ্ধারণ করা উত্তম; হালাল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত নয়। কেননা, 'মহর' নগদ হিসাবে দেয়া অথবা তা নির্দ্ধারিত করা 'শ্রেয়' মাত্র (اولى), ওয়াজিব নয়। (তাফসীর-ই-আহমদী)

টীকা-১১৯. যেমন হযরত সফিয়্যাহ্ ও হযরত জুয়ায়রিয়া, যাঁদেরকে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আযাদ করেছিলেন এবং তাঁদেরকে বিবাহ করেন।

মাস্‌আলাঃ ' গণীমতের মধ্যে পাওয়া'র উল্লেখও একটা শ্রেয় পন্থার বিবরণ দেয়ার জন্যই। কেননা, হাতের মালিকানাধীন দাসীগণ- চাই ক্রয় করার মাধ্যমে মালিকানাধীন হোক অথবা দান (هبه) অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা ওসীয়ৎ সূত্রে প্রাপ্ত হোক- ঐসবই হালাল।

فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

সুতরাং তাদেরকে কিছু উপকারজনক সামগ্রী দাও(১১৬)এবং উত্তমরূপে ছেড়ে দাও(১১৭)।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا

৫০. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! আমি আপনার জন্য হালাল করেছি আপনার ঐ বিবিগণকে, যাদেরকে আপনি মহর প্রদান করেছেন (১১৮) এবং আপনার হাতের মাল দাসীগণকে, যা আল্লাহ্ আপনাকে গণীমতের মধ্যে প্রদান করেছেন (১১৯) এবং (বিবাহের জন্য হালাল করেছি) আপনার চাচার কন্যাগণ, আপনার ফুফীর কন্যাগণ, মামার কন্যাগণ এবং খালার কন্যাগণ, যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে (১২০) এবং ঈমানদার নারী, যদি সে স্বীয় প্রাণ (সত্তা) নবীর জন্য সমর্পণ করে, আর যদি নবীও তাকে বিবাহাধীন আনতে চান (১২১)। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য, উম্মতের জন্য নয় (১২২)। আমি জানি যা আমি

টীকা-১২০. 'সঙ্গে হিজরত করার' শর্তও উৎকৃষ্টতার বিবরণ মাত্র। কেননা, হিজরত করা ব্যতিরেকেও তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সাথে বিবাহ হালাল। এটাও হতে পারে যে, বিশেষ করে, হুযূরের জন্য ঐসব নারী হালাল হওয়া এ শর্তসাপেক্ষই। যেমন, উম্মে হানী বিনতে আবী তালিবের বর্ণনা সেদিকে ইঙ্গিত বহন করে। ★

টীকা-১২১. অর্থ এ যে, আমি আপনার জন্য ঐ মু'মিন নারীকে হালাল করেছি, যে মহর ছাড়াও বিবাহের জন্য কোন শর্ত ব্যতিরেকেই নিজ সত্তাকে নিজে আপনাকে 'হিবা' (هبه) বা দান করে, এ শর্তে যে, আপনিও তাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করবেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, তাতে ভবিষ্যতের বিধান বিবৃত হয়েছে। কেননা, আয়াত নাযিল হবার সময় পর্যন্ত হুযূর (দঃ)-এর বিবিগণের মধ্য থেকে কেউ এমন ছিলেন না, যে নিজেকে দান (هبه) করার মাধ্যমে হুযূরের স্ত্রী হিসেবে ধন্য হন। আর (এরপর) যেসব মু'মিন বিবি নিজ সত্তাকে নিজেরা হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামদের বরকতময়ী স্ত্রী হবার জন্য সোপর্দ করে দেন তাঁরা হলেন- মায়মুনাহ্ বিনতে হারিস, খাওলা বিনতে হাকীম, উম্মে শরীক এবং যয়নাব বিনতে খুযায়মাহ্। (তাফসীর-ই-আহমদী)

টীকা-১২২. অর্থাৎ বিবাহ মহর ব্যতিরেকে, বিশেষ করে, হুযূর (দঃ)-এর জন্য বৈধ; উম্মতের জন্য নয়। উম্মতের উপর সর্বাবস্থায় মহর ওয়াজিব। যদিও

★ স্মতর্ব্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের চাচা বারজন এবং ফুফী ছিলেন ছয়জন।

চাচাগণ হলেন ঃ ১) হারিস, ২) আবূ তালিব, ৩) যোবায়র, ৪) আবদুল কা'বাহ্, ৫) হামযাহ্ ৬) মুক্বাওয়াম, যার নাম মুগীরাহ্, ৭) দিরার, ৮) আবদুল ওয্যা, যার 'কুনিয়াৎ' (উপনাম) আবূ লাহাব, ৯) আব্বাস, ১০) ক্বাসাম, ১১) 'ঈযাক্ব ও ১২) হাজাল।

তাঁদের মধ্যে হযরত আব্বাস ও হযরত হামযাহ্ ঈমান এনেছেন। (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)

ফুফীগণ হলেনঃ ১) উম্মে হাকীম, যাঁর নাম বায়দা, ২) আতিকাহ্, ৩) বারাহ্, ৪) আরওয়া, ৫) উমায়মাহ্ ও ৬) সফিয়্যাহ্।

তাঁদের মধ্যে হযরত সফিয়্যাহ্ ঈমান এনেছিলেন। আতিকাহ্‌র ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে মতভেদ আছে।

চাচাত বোন হলেন আটজনঃ ১) সাব্বা'আহ্, ২) উম্মুল হাকাম, ৩) উম্মে হানী, ৪) জুমানাহ্, ৫) উম্মে হাবীবাহ্, ৬) আমেনা, ৭) সফিয়্যাহ্ ও ৮) আরোয়া। হুযূর (দঃ) তাঁদের মধ্যে কারো সাথে বিবাহ করেন নি। (রূহুল বয়ান ও নূরুল ইরফান)

মহর নির্দ্ধারণ না করে কিংবা স্বেচ্ছায় 'মহর' প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

মাস্‌আলাঃ বিবাহ هبه (দান) শব্দ দ্বারাও বৈধ।

টীকা-১২৩. অর্থাৎ বিবিগণের জন্য যা কিছু নির্দ্ধারণ করেছেন– মহর, সাক্ষী, পালার অপরিহার্যতা এবং চারজন বিবি পর্যন্ত বিবাহ করা।

মাস্‌আলাঃ এটা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, শরীয়তের মধ্যে মহরের পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নির্দ্ধারিত রয়েছে। তা হচ্ছে– দশ দিরহাম, যা অপেক্ষা কম নির্দ্ধারণ করা নিষিদ্ধ। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-১২৪. যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনার জন্য নারীগণকে শুধু নিজেদের দান করে স্ত্রীত্ব বরণের মাধ্যমে বিনা মহরেই হালাল করা হয়েছে।

টীকা-১২৫. অর্থাৎ আপনাকে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে যে, আপনি যে স্ত্রীকেই ইচ্ছা করেন পাশে রাখুন এবং বিবিগণের মধ্যে পালা নির্দ্ধারণ করুন কিংবা না-ই করুন। কিন্তু এ ইখ্‌তিয়ার প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত পবিত্র বিবিগণের প্রতি সমতা রক্ষা করতেন এবং তাঁদের পালসমূহ সমান রাখতেন। হযরত সওদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা ব্যতীত; তিনি আপন পালার দিনটা হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হাকে দান করেছিলেন আর রসূল করীমের দরবারে আরয করেছিলেন, "আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমার হাশর আপনার পবিত্র বিবিগণের মধ্যে হোক।"

مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيٓ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

মুসলমানদের উপর নির্দ্ধারণ করেছি তাদের বিবিগণ ও তাদের হাতের মাল– দাসীদের মধ্যে (১২৩)। এ বিশেষত্ব আপনারই (১২৪) এ জন্যই যেন আপনার কোন অসুবিধা না হয়; এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذٰلِكَ أَدْنٰىٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾

৫১. পেছনে সরিয়ে দিন তাদের মধ্যে যাকে চান এবং নিজের নিকট স্থান দিন যাকে চান (১২৫) এবং যাকে আপনি দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তাকে আপনি কামনা করলে তাতেও আপনার কোন গুনাহ্ নেই (১২৬)। এ বিষয়টা এরই নিকটতর যে, তাদের নয়নসমূহ জুড়াবে এবং দুঃখ পাবে না এবং আপনি তাদেরকে যা কিছু দান করবেন তার উপর তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে (১২৭)। এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমাদের সবার অন্তরে আছে এবং আল্লাহ্ জ্ঞাতা, সহনশীল।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ

৫২. তাদের পর (১২৮) অন্য কোন নারী আপনার জন্য বৈধ নয় (১২৯) এবং এও নয় যে, তাদের পরিবর্তে অন্য বিবি গ্রহণ করবেন (১৩০), যদিও আপনাকে তাদের সৌন্দর্য বিস্মিত করে; কিন্তু দাসী আপনার হাতের মাল (১৩১)।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত ঐসব নারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা স্বীয় প্রাণ হুযূর (দঃ)-কে উৎসর্গ করেছিলেন। আর হুযূরকেও ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে যেন তিনি তাঁদের মধ্য থেকে যাঁকে চান গ্রহণ করুন এবং তাঁকে বিবাহ করুন আর যাকে চান গ্রহণ করতে অস্বীকার করুন।

টীকা-১২৬. অর্থাৎ পবিত্র বিবিগণের মধ্যে আপনি যাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন কিংবা যার পালা বাতিল করেছেন আপনি যখনই ইচ্ছা তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এবং তাকে ধন্য করুন– আপনাকে এর ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে।

টীকা-১২৭. কেননা, যখন তাঁরা এ কথা জানবেন যে, এ ক্ষমতা ও ইখ্‌তিয়ার আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে দান করা হয়েছে, তখন তাঁদের হৃদয় প্রশান্ত হয়ে যাবে।

টীকা-১২৮. অর্থাৎ ঐ নয়জন বিবির পর, যাঁরা আপনার বিবাহাধীন আছেন, যাঁদেরকে আপনি ইখ্‌তিয়ার দিয়েছেন, অতঃপর তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলকেই ইখ্‌তিয়ার করেছেন।

টীকা-১২৯. কেননা, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্য বিবিগণের নির্দ্ধারিত সংখ্যা (نصاب) হচ্ছে 'নয়'; যেমন– উম্মতের জন্য 'চার'।

টীকা-১৩০. অর্থাৎ তাদেরকে তালাক্ব দিয়ে তাদের স্থলে অন্যান্য নারীকে বিবাহ করা– এমনও করবেন না। ঐ বিবিগণের এ সম্মান এ জন্য যে, যখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা আল্লাহ্ ও রসূলকেই ইখ্‌তিয়ার করেছিলেন আর দুনিয়ার সুখ-শান্তিকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরই উপর যথেষ্ট করেছেন। শেষ পর্যন্ত এই বিবিগণই হুযূরের (দঃ) সেবায় নিয়োজিত থাকেন। হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, পরে হুযূরের জন্য হালাল করে দেয়া হলো যে, তিনি যত সংখ্যক নারীকেই চান, বিবাহ করতে পারেন। এতদ্‌ভিত্তিতে, এ আয়াত 'মানসূখ' বা রহিত। আর এর রহিতকারী (ناسخ) হচ্ছে আয়াত إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ (অর্থাৎ আমি আপনার জন্য হালাল করেছি-আল আয়াত)

টীকা-১৩১. সুতরাং তা আপনার জন্য হালাল। এরপর হযরত মারিয়া ক্বিবতিয়াহ্ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মালিকানাধীনে আসেন। আর তাঁরই গর্ভে হুযূর (দঃ)-এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশবেই ওফাত পান।

টীকা-১৩২. **মাস্‌আলাঃ** এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, ঘর পুরুষেরই হয়ে থাকে। এ কারণেই তার নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করা উচিৎ। স্বামীর ঘরকে স্ত্রীর ঘরও বলা হয়, এ দৃষ্টিকোণ্ থেকে যে, সেও তাতে বসবাসের অধিকার রাখে। এ কারণেই আয়াত وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ - এর মধ্যে ঘরসমূহের সম্বন্ধ স্ত্রীদের সাথে করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বাসস্থানসমূহ, যেগুলোর মধ্যে হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র বিবিগণের আবাস ছিলো আর হুযূর দৃষ্টির অন্তরালে তাশরীফ নিয়ে যাবার পরও তাঁরা জীবিত থাকা পর্যন্ত সেগুলোতেই অবস্থান করেন, সেগুলো হুযূরেরই মালিকানাধীন ছিলো। আর হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম পবিত্র বিবিগণকে সেগুলো দান করেন নি বরং বসবাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কারণে পবিত্র বিবিগণের ওফাতের পর সেগুলো তাঁদের ওয়ারিশগণ পান নি; বরং মসজিদ শরীফের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়েছে, যা ওয়াক্বফের শামিল। আর সেগুলোর উপকার সমস্ত মুসলমানের জন্য ব্যাপক।

টীকা-১৩৩. এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, নারীদের জন্য পর্দা অপরিহার্য। আর পরপুরুষদের জন্য কারো ঘরে বিনানুমতিতে প্রবেশ করা বৈধ নয়। আয়াত যদিও বিশেষ করে রসূল পাকের পবিত্র বিবিগণের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর বিধান সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য ব্যাপক।

শানে নুযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নবকে বিবাহ করেন এবং 'ওলীমা' (বিবাহোত্তর ভোজের আয়োজন)-এর প্রতি সাধারণ দাওয়াত দিলেন তখন দলে দলে মুসলমানগণ আসতে লাগলেন এবং আহার সমাপ্ত করে চলে যাচ্ছিলেন। পরিশেষে, তিনজন লোক এমন ছিলেন, যাঁরা আহার করার পরও বসে রইলেন এবং তাঁরা দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করে দিলেন ও দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করলেন। ঘর ছোট ছিলো বলে ঘরের লোকজনের কষ্ট হলো। এই অসুবিধার সৃষ্টি হলো যে, তাঁদের কারণে নিজেদের কোন কাজকর্ম করতে পারেন নি। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উঠে গেলেন এবং পবিত্র বিবিগণের কামরাগুলোতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে ঘুরে আবার তাশরীফ আনলেন। তখনও পর্যন্ত ঐ লোকগুলো তাঁদের আলাপেই রত ছিলেন। হুযূর পুনরায় ফিরে গেলেন। এটা দেখে ঐ লোকগুলো রওনা হয়ে গেলেন। অতঃপর হুযূর আক্বদাস্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বরকতময় গৃহে প্রবেশ করলেন এবং দরজার উপর পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এ থেকে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ লজ্জাবোধ, বদান্যতার শান এবং সুন্দর চরিত্র প্রতীয়মান হয়। যেহেতু, একান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও সাহাবীদেরকে এ কথা বলেন নি যে, এখন আপনারা চলে যান; বরং যেই পন্থা অবলম্বন করলেন, তা সুন্দর আদবের উৎকৃষ্টতম শিক্ষা দেয়।

ع وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾

এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

রুকূ' – সাত

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ۫ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ

৫৩. হে ঈমানদারগণ! নবীর গৃহসমূহে (১৩২) হাযির হয়ো না যতক্ষণ না অনুমতি পাও (১৩৩), যেমন– খানার জন্য আমন্ত্রিত হলে, না এভাবে যে, তোমাদেরকে (দীর্ঘ সময় পর্যন্ত) তা রান্না হওয়ার জন্য প্রতীক্ষায় থাকতে হয় (১৩৪); হাঁ, যখন আহূত হও তখন হাযির হও। আর যখন আহার করে নাও, তখন ছড়িয়ে পড়ো। এমন নয় যে, বসে কথাবার্তার মধ্যে মশগুল হয়ে থাকবে (১৩৫)। নিশ্চয় তাতে নবীর কষ্ট হতো। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচবোধ করতেন (১৩৬)। আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। এবং যখন তোমরা তাদের নিকট থেকে (১৩৭) কিছু ভোগ্য-সামগ্রী চাও, তখন পর্দার বাইরে থেকে চাও। এর মধ্যে অধিকতর পবিত্রতা রয়েছে তোমাদের হৃদয়সমূহ ও তাদের অন্তরসমূহের (১৩৮)। এবং তোমাদের জন্য শোভা পায় না যে, আল্লাহ্‌র রসূলকে কষ্ট দেবে (১৩৯)

টীকা-১৩৪. **মাস্‌আলাঃ** এ থেকে বুঝা গেলো যে, দাওয়াত ব্যাতিরেকে কারো নিকট খাওয়ার জন্য যাওয়া উচিত নয়।

টীকা-১৩৫. যেহেতু তা ঘরের লোকদের কষ্ট এবং তাদের অসুবিধার কারণ হয়।

টীকা-১৩৬. এবং তাদেরকে চলে যাবার জন্য বলতেন না।

টীকা-১৩৭. অর্থাৎ পবিত্র বিবিগণের নিকট থেকে।

টীকা-১৩৮. যে, প্ররোচনাসমূহ ও ভীতিজনক বস্তুসমূহ থেকে নিরাপদে থাকে।

টীকা-১৩৯. এবং এমন কোন কাজ করো, যা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম হৃদয়ে কষ্টদায়ক হয়।

টীকা-১৪০. কেননা, যে মহিলাকে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করেন তিনি হুযূর ব্যতীত অন্য সবারই উপর স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে, ঐ সমস্ত দাসী, যারা হুযূরের খেদমতের সুযোগ পেয়েছে এবং সহবাসের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে তারাও অনুরূপভাবে সবার জন্য হারাম।

টীকা-১৪১. এ'তে এ মর্মে ঘোষণা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বহু বড় মহত্ব দান করেছেন এবং তাঁকে সম্মান করা প্রত্যেক অবস্থায় ওয়াজিব করেছেন।

টীকা-১৪২. অর্থাৎ ঐ বিবিগণের উপর কোন গুনাহ্ নেই যদি তাঁরা ঐ সমস্ত লোকের নিকট থেকে পর্দা না করেন, যাদের সম্পর্কে আয়াতে সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে-

শানে নুযূলঃ যখন পর্দার বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন নারীদের পিতা, পুত্রগণ এবং নিকটাত্মীয়গণ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, ''হে আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আমরা কি আমাদের মাতা ও কন্যাদের সাথেও পর্দার বাইরে থেকে কথাবার্তা বলবো?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৪৩. অর্থাৎ এসব নিকটাত্মীয়ের সামনে আসা ও তাদের সাথে কথাবার্তা বলার মধ্যে কোন পাপ নেই।

টীকা-১৪৪. অর্থাৎ মুসলমান বিবিগণের সম্মুখে আসা বৈধ। আর কাফির নারীদের থেকে পর্দা করা ও স্বীয় শরীর গোপন করা অপরিহার্য। শরীরের ঐ অংশ ব্যতীত, যা ঘরের কাজকর্ম করার জন্য খোলা জরুরী হয়। (জুমাল)

وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ
اَبَدًا ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝
اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝
لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَاۗىِٕهِنَّ وَلَآ اَبْنَاۗىِٕهِنَّ
وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَاۗءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ
اَبْنَاۗءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَاۗىِٕهِنَّ وَلَا مَا
مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۭ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝
اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۗىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَي النَّبِيِّ ۭ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا
تَسْلِيْمًا ۝

এবং না এও যে, তাঁর পরে কখনো তাঁর বিবিগণকে বিবাহ করবে (১৪০); নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র নিকট বড় জঘন্য কথা (১৪১)।

৫৪. যদি তোমরা কোন কথা প্রকাশ করো, অথবা গোপন করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন।

৫৫. তাদের জন্য অপরাধ নেই (১৪২) তাদের পিতা, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভাগ্নেগণ (১৪৩), তাদের ধর্মের নারীগণ (১৪৪) এবং আপন দাসীগণের মধ্যে (১৪৫)। এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্র সম্মুখেই রয়েছে।

৫৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্তাগণ দরূদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্যবক্তা (নবী)র প্রতি, হে ঈমানদারগণ! তাঁর প্রতি দরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো (১৪৬)।

টীকা-১৪৫. এখানে চাচা ও মামাদের উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে করা হয়নি। কারণ, তাঁরা পিতাদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-১৪৬. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা ওয়াজিব- প্রত্যেক মজলিসে হুযূরের নাম উল্লেখকারীর উপরও, শ্রবণকারীর উপরও, একবার। এর অধিক মুস্তাহাব। এটাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য অভিমত। এটাই অধিকাংশের অভিমত। আর নামাযের শেষ বৈঠকে 'তাশাহ্হুদ'-এর পর দরূদ পাঠ করা সুন্নাত। হুযূরের সাথে পরপরই তাঁর বংশধর, সাহাবীগণ ও অন্যান্য মু'মিনদের প্রতিও দরূদ প্রেরণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ দরূদ শরীফের মধ্যে তাঁর পবিত্র নামের পর তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে; কিন্তু আলাদাভাবে হুযূর (দঃ) ব্যতীত তাঁদের মধ্যে অন্য কারো উপর দরূদ পাঠ করা মাকরূহ।

মাস্আলাঃ দরূদ শরীফের মধ্যে হুযূরের বংশধর ও সাহাবীগণের উল্লেখ করার নিয়ম সুন্নাতে মুতাওয়ারিসাহ্ (বা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত নিয়ম)। একথাও বলা হয়েছে যে, 'আ-ল্' বা হুযূরের বংশধরগণের উল্লেখ ব্যতীত গৃহীত হয়না।

দরূদ শরীফঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রকাশ করাই (দরূদ)।

আলিমগণ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ -এর অর্থ এটা বর্ণনা করেছেন যে, ''হে প্রতিপালক! মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মহত্ব দান করুন- দুনিয়ায় তাঁর দ্বীনকে উন্নত ও তাঁর 'দাওয়াত' বা দ্বীনের প্রতি আহ্বানকে বিজয় দান করে, তাঁর শরীয়তকে স্থায়িত্ব দান করে আর পরকালে তাঁর সুপারিশগ্রহণ করে, তাঁর পুরস্কার বৃদ্ধি করে, পূর্ব ও পরবর্তীদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করে এবং নবীগণ, রসূলগণ, ফিরিশ্তাকুল এবং সমস্ত সৃষ্টির উপরে তাঁর মর্যাদাকে উঁচু করে।

মাস্আলাঃ দরূদ শরীফের অসংখ্য বরকত ও ফযীলত রয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "দরূদ প্রেরণকারী যখন আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তখন ফিরিশ্তাগণ তার জন্য মাগফিরাতের প্রার্থনা করেন।"

মুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, যে কেউ আমার প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশবার প্রেরণ করেন।

তিরমিযীর হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– কৃপণ ঐ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার উল্লেখ করা হয়, আর সে দরূদ পাঠ করে না।

টীকা-১৪৭. ঐ কষ্টদাতাগণ হচ্ছে কাফির সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ্‌র শানে এমনসব কথাবার্তা বলে যেগুলো থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে। তাদের উপর উভয় জাহানের অভিসম্পাত রয়েছে।

৫৭. নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত– দুনিয়া ও আখিরাতে (১৪৭) এবং আল্লাহ্ তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন (১৪৮)।

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾

৫৮. এবং যারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে অপরাধমূলক কোন কাজ না করলেও কষ্ট দেয়, তারা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ নিজেদের মাথায় নিয়েছে (১৪৯)।

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾

রুকূ' – আট

৫৯. হে নবী! আপন বিবিগণ, সাহেবযাদীগণ ও মুসলমানদের নারীগণকে বলে দিন যেন তারা নিজেদের চাদরগুলোর একাংশ স্বীয় মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখে (১৫০), এটা এ কথার অধিকতর নিকটবর্তী যে, তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে (১৫১); ফলে, যেন তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা না হয় (১৫২)। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

৬০. যদি বিরত না হয় মুনাফিক (১৫৩), যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি আছে (১৫৪) এবং মদীনায় মিথ্যা রটনাকারীগণ (১৫৫), তবে অবশ্যই আমি আপনাকে তাদের উপর আধিপত্য দান করবো (১৫৬), অতঃপর তারা মদীনায় আপনার নিকটে থাকবে না, কিন্তু স্বল্প দিন (১৫৭)।

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾

৬১. অভিশপ্ত হয়ে; যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং গুনে গুনে হত্যা করা হবে।

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾

৬২. আল্লাহ্‌র বিধান চলে আসছে ঐসব লোকের মধ্যে, যারা পূর্বে গত হয়েছে (১৫৮) এবং আপনি আল্লাহ্‌র বিধান কখনো পরিবর্তিত হতে দেখতে পাবেন না।

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

৬৩. লোকেরা আপনাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ

টীকা-১৪৮. পরকালে।

টীকা-১৪৯. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ঐসব মুনাফিকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে কষ্ট দিতো এবং তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতো। হযরত ফুদায়ল বলেন, "কুকুর ও শূকরের মতো নিকৃষ্ট পশুকেও অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া বৈধ নয়, সুতরাং মু'মিন নর-নারীকে কষ্ট দেয়া কি পর্যায়ের জঘন্য অপরাধ হবে?"

টীকা-১৫০. এবং মাথা ও চেহারা গোপন করবে। যখন কোন প্রয়োজনে সেগুলো প্রকাশ করতে হয়,

টীকা-১৫১. যে, এরা 'আযাদ'।

টীকা-১৫২. এবং মুনাফিকগণ তাদেরকে উত্ত্যক্ত না করে। মুনাফিকদের অভ্যাস ছিলো যে, তারা দাসীদেরকে উত্ত্যক্ত করতো। এ কারণে আযাদ মহিলাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা চাদর দ্বারা শরীর ঢেকে নিয়ে মাথা ও চেহারা গোপন করে দাসীদের থেকে নিজেদের অবস্থানকে পৃথক করে নেয়।

টীকা-১৫৩. তাদের মুনাফিকী থেকে।

টীকা-১৫৪. আর যারা খারাপ ধারণা পোষণ করে অর্থাৎ পাপাচারী, ব্যভিচারী। তারা যদি তাদের পাপাচার থেকে বিরত না হয়

টীকা-১৫৫. যারা মুসলিম সেনা-বাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে বেড়াতো এবং এ গুজব ছড়াতো যে, মুসলমানগণ পরাস্ত হয়েছেন, তাঁরা নিহত হয়েছেন আর শত্রুরা বিজয়ী বেশে ফিরে আসছে। এতে তাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে হতাশ করা এবং তাঁদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করা। ঐসব লোক সম্বন্ধে এরশাদ হচ্ছে যে, তারা যদি এসব তৎপরতা থেকে বিরত না হয়,

টীকা-১৫৬. এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবো।

টীকা-১৫৭. অতঃপর মদীনা তৈয়্যবাহ্ তাদের থেকে শূন্য করে নেয়া হবে এবং তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া হবে।

টীকা-১৫৮. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেকার মুনাফিকগণ, যারা এমনই তৎপরতা চালাতো। তাদের জন্য ও আল্লাহ্‌র বিধান এটাই রইলো যেন যেখানেই পাওয়া যায় সেখানেই হত্যা করা হয়।

টীকা-১৫৯. যে, কখন সংঘটিত হবে!

শানে নুযূলঃ মুশরিকগণ তো ঠাট্টা ও বিদ্রূপবশতঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ক্বিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো। তাদের যেন খুব তাড়াহুড়া! আর ইহুদীগণ তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করতো। কেননা, তাওরীতে এতদ্‌সম্পর্কিত জ্ঞান গোপন রাখা হয়েছিলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন-

টীকা-১৬০. এ'তে রয়েছে- যারা ত্বরান্বিত করে তাদের প্রতি হুমকি, পরীক্ষা করার জন্য যারা প্রশ্ন করে তাদের খণ্ডন এবং তাদের মুখ বন্ধ করাই।

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَمَا یُدْرِیْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِیْبًا ﴿۶۳﴾

জিজ্ঞাসা করছে (১৫৯)। আপনি বলুন, 'এর জ্ঞান তো আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে'; এবং আপনি কি জানেন? সম্ভবতঃ ক্বিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যাবে (১৬০)।

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِیْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِیْرًا ﴿۶۴﴾

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদের উপর অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন;

خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ۚ لَا یَجِدُوْنَ وَلِیًّا وَّلَا نَصِیْرًا ﴿۶۵﴾

৬৫. তাতে সর্বদা থাকবে; তাতে না কোন অভিভাবক পাবে, না সাহায্যকারী (১৬১)।

یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِی النَّارِ یَقُوْلُوْنَ یٰلَیْتَنَاۤ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿۶۶﴾

৬৬. যে দিন তাদের মুখমণ্ডল উলট-পালট করে আগুনের মধ্যে জ্বালানো হবে, এ কথা বলতে থাকবে- 'হায়, কোনমতে যদি আমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করতাম! আর রসূলের নির্দেশ মান্য করতাম (১৬২)!'

وَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِیْلَا ﴿۶۷﴾

৬৭. এবং বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও আমাদের বড় লোকদের কথামত চলেছি (১৬৩)। অতঃপর তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

رَبَّنَاۤ اٰتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِیْرًا ﴿۶۸﴾

৬৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও (১৬৪) এবং তাদের উপর বড় অভিসম্পাত করো।'

রুকূ' - নয়

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِیْنَ اٰذَوْا مُوْسٰی فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِیْهًا ﴿۶۹﴾

৬৯. হে ঈমানদারগণ (১৬৫)! তাদের মতো হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে (১৬৬)! অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন ঐ কথা থেকে যা তারা রটনা করেছে (১৬৭)। এবং মূসা আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাবান (১৬৮)।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِیْدًا ﴿۷۰﴾

৭০. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল কথা বলো (১৬৯)।

یُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ

৭১. তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য সংশোধন করে দেবেন (১৭০) এবং তোমাদের গুনাহ্

টীকা-১৬১. যে তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

টীকা-১৬২. দুনিয়াতে। তাহলে আমরা আজ এ শাস্তিতে আক্রান্ত হতাম না!

টীকা-১৬৩. অর্থাৎ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও বয়োবৃদ্ধ লোকদের এবং আমাদের দলীয় আলিমদের; তারা আমাদেরকে কুফর শিক্ষা দিয়েছে।

টীকা-১৬৪. কেননা, তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে।

টীকা-১৬৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব ও সম্মান বজায় রাখো এবং এমন কোন কাজ করো না যা তাঁর মনোকষ্ট ও বিষণ্ণতার কারণ হয় এবং

টীকা-১৬৬. অর্থাৎ ঐ বনী ইস্রাঈলের মতো হয়ো না, যারা উলঙ্গাবস্থায় স্নান করতো এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করতো যে, 'হযরত আমাদের সাথে কেন স্নান করেন না! তাঁর কুষ্ঠ ইত্যাদির মতো কোন রোগ আছে।'

টীকা-১৬৭. এভাবে যে, যখন একদিন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম গোসল করার জন্য এক নির্জন স্থানে পাথরের উপর কাপড় খুলে রেখে দিলেন আর গোসল করতে আরম্ভ করলেন, তখন পাথরখানা তাঁর কাপড় নিয়ে দৌড়াতে লাগলো। তিনি কাপড় নেয়ার জন্য সেটার প্রতি অগ্রসর হলেন। তখন বনী ইস্রাঈল দেখে নিলো যে, শরীর মুবারকের উপর কোন দাগ ও ত্রুটি নেই।

টীকা-১৬৮. উচ্চপদ সম্পন্ন, মর্যাদাবান ও প্রার্থনা গ্রহণের উপযোগী।

টীকা-১৬৯. অর্থাৎ সত্য ও সঠিক এবং হক ও ইন্‌সাফের। আর আপন রসনা ও কথাবার্তার হিফাযত করো। এটা সৎকর্মসমূহের মূল উৎস। এমন করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন এবং

টীকা-১৭০. তোমাদেরকে সৎ কার্যাদির তৌফিক দেবেন এবং তোমাদের ইবাদত-বন্দেগী কবূল করবেন।

টীকা-১৭১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন– 'আমানত' মানে 'আনুগত্য ও অপরিহার্য কার্যাদি', যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের সম্মুখে পেশ করেন। সেগুলোকেই আসমানসমূহ, যমীনসমূহ ও পর্বতমালার উপর পেশ করেছিলেন; এ মর্মে যে, যদি সেগুলো তা পালন করে তবে পুরস্কার দেয়া হবে, আর পালন না করলে শাস্তি দেয়া হবে।

হযরত ইবনে মাস্উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন– 'আমানত' হচ্ছে– 'নামাযসমূহ আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা, খানা-ই-কা'বার হজ্ব করা, সত্য কথা বলা, ওজনে-পরিমাপে ও মানুষের গচ্ছিত মালসমূহে ন্যায়পরায়ণ হওয়া।'

কেউ কেউ বলেন– 'আমানত' মানে ঐ সমস্ত বস্তু, যেগুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস্ বলেন যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন– কান, হাত, পদযুগল ইত্যাদি সবই আমানত। তার ঈমানেরই কী মূল্য, যেব্যক্তি আমানতদার নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন– 'আমানত' মানে 'লোকদের গচ্ছিত মালসমূহ (ফেরৎ দেয়া) এবং অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করা।'সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনের উপর অপরিহার্য কর্তব্য যে, না কোন মু'মিনের আমানতের খেয়ানত করবে, না চুক্তিবদ্ধ কাফিরের; না কম-পরিমাণে, না বেশীতে। আল্লাহ্ তা'আলা এ আমানত আস্মান ও যমীনের সত্তাদি ও পর্বতমালার উপর পেশ করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে বলা হয়েছিলো, "তোমরা এসব আমানতকে তার দায়িত্বভারসহ বহন করবে।" তারা আরয করলো, "দায়িত্বভার কিসের?" এরশাদ করলেন, "যদি তোমরা সেগুলো ভালভাবে পালন করো তাহলে তোমাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে, আর যদি অমান্য করো, তবে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।" তারা আরয করলো, "না, হে প্রতিপালক! আমরা তোমার নির্দেশের প্রতি অনুগত। না সাওয়াব চাই, না শাস্তি।" বস্তুতঃ তাদের এ আরয করা তাদের ভয়-ভীতির কারণেই ছিলো। আর আমানতও তাদের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পেশ করা হয়েছিলো; অর্থাৎ তাদেরকে এই খতিয়ার দেয়া হয়েছিলো যেন নিজেদের মধ্যে শক্তি ও সাহস অনুভব করলে বহন করে, নতুবা অপারগতা প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নেয়। সেগুলো বহন করা তাদের জন্য অপরিহার্য করা হয়নি। আর যদি অপরিহার্য করা হতো তবে তারা অস্বীকার করতো না।

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

ক্ষমা করে দেবেন। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য লাভ করেছে।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ط
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

৭২. নিশ্চয় আমি আমানত অর্পণ করেছি (১৭১) আসমানসমূহ, যমীন এবং পর্বতমালার প্রতি। অতঃপর সেগুলো তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং তাতে শঙ্কিত হলো (১৭২), কিন্তু মানুষ তা বহন করলো। নিশ্চয় সে স্বীয় আত্মাকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপকারী, বড় মূর্খ।

لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِينَ وَالْمُنٰفِقٰتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوبَ اللّٰهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَكَانَ
اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

৭৩. যাতে আল্লাহ্ শাস্তি দেন মুনাফিক পুরুষদের ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষদের ও মুশরিক নারীদেরকে (১৭৩) এবং আল্লাহ্ তাওবা কবূল করেন মুসলমান পুরুষদের ও মুসলমান নারীদের। এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। ★

টীকা-১৭২. যে, যদি আদায় না করে, তবে শাস্তি দেয়া হবে। তখন আল্লাহ্ মহামহিম ঐ আমানত হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের সামনে পেশ করলেন আর এরশাদ ফরমালেন, "আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পর্বতমালার উপর পেশ করেছিলাম। তারা তা পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেনি। তুমি কি সেটার দায়িত্ব সহকারে পালন করতে পারবে?" হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম গ্রহণ করে নিলেন।

টীকা-১৭৩. কথিত আছে যে, অর্থ হচ্ছে– 'আমি আমানত পেশ করেছি, যাতে মুনাফিকদের 'নিফাক্ব' ও মুশরিকদের 'শির্ক' প্রকাশ পায়, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দেন। পক্ষান্তরে, মু'মিনগণ, যারা 'আমানত' পালনকারী হন, তাদের ঈমানও যেন প্রকাশ পায় আর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁদের তাওবা কবূল করেন এবং তাদের প্রতি দয়াপরবশ ও ক্ষমাশীল হন; যদিও তাদের কোন কোন ইবাদত-বন্দেগীতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও হয়ে যায়। (খাযিন)। ★

****

★ 'সূরা আহ্যাব' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা সাবা' মক্কী; আয়াত وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ব্যতীত। এতে ছয়টি রুকূ', চুয়ান্নটি আয়াত, আটশ তেত্রিশটি শব্দ এবং এক হাজার পাঁচশ বারটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মালিক, স্রষ্টা ও আদেশদাতা হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলাই এবং প্রত্যেক নি'মাত তাঁরই প্রতি। সুতরাং তিনিই প্রশংসার উপযোগী এবং তা তাঁরই জন্য শোভা পায়।

সূরা সাবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা সাবা মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫৪ রুকূ'-৬

রুকূ' - এক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ①

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যাঁরই মাল যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে (২); এবং আখিরাতে তাঁরই প্রশংসা (৩)। আর তিনিই হন প্রজ্ঞাময়, অবহিত।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاۗءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۭ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ②

২. জানেন যা কিছু যমীনের মধ্যে প্রবেশ করে (৪), যা কিছু যমীন থেকে নির্গত হয় (৫), যা আসমান থেকে অবতরণ করে (৬) এবং যা তাতে আরোহণ করে (৭)। আর তিনিই হন দয়ালু, ক্ষমাশীল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ③

৩. এবং কাফিরগণ বললো, 'আমাদের উপর ক্বিয়ামত আসবে না (৮)।' আপনি বলুন, 'কেন নয়? আমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়, অবশ্যই তোমাদের উপর আসবেই; অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত (৯)। তাঁর নিকট গোপন নয় অণু পরিমাণ কোন বস্তুও আসমানসমূহে এবং না যমীনের মধ্যে আর না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ; কিন্তু একটা সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের মধ্যে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে (১০);

لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ④

৪. যাতে পুরস্কৃত করেন তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। এরা হচ্ছে- যাদের জন্য ক্ষমা রয়েছে এবং সম্মানজনক জীবিকা (১১)।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ⑤

৫. এবং যেসব লোক আমার আয়াতসমূহের মধ্যে পরাজিত করার চেষ্টা করেছে (১২) তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

৬. এবং যারা জ্ঞান লাভ করেছে (১৩) তারা জানে যে, যা কিছু আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে

টীকা-৩. অর্থাৎ যেমন দুনিয়ার মধ্যে প্রশংসার উপযোগী আল্লাহ্ তা'আলা, তেমনি আখিরাতেও প্রশংসার উপযোগী তিনিই। কেননা, উভয় জাহান তাঁরই নি'মাতে ভরপুর। দুনিয়ায় তো বান্দাদের উপর তাঁর প্রশংসা করা অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব)। কেননা, এটা হচ্ছে কর্মজগত। আর আখিরাতে জান্নাতবাসীগণ নি'মাতসমূহের খুশী ও সুখ শান্তির আনন্দের মধ্যে তাঁর প্রশংসা করবেন।

টীকা-৪. অর্থাৎ যমীনের ভিতরে প্রবেশ করে। যেমন বৃষ্টির পানি, মৃত ব্যক্তির লাশ এবং প্রোথিত বস্তুসমূহ।

টীকা-৫. যেমন-শাক-সব্জি, তৃণ-লতা, গাছপালা, ঝরণা, খনিসমূহ এবং হাশর বা পুনরুত্থানের সময়ের মৃতগণ।

টীকা-৬. যেমন- বৃষ্টি, বরফ, শিলাবৃষ্টি, বিভিন্ন ধরণের বরকতসমূহ এবং ফিরিশ্‌তাগণ।

টীকা-৭. যেমন- ফিরিশ্‌তাগণ, প্রার্থনাসমূহ এবং বান্দাদের কৃতকর্ম।

টীকা-৮. অর্থাৎ তারা ক্বিয়ামত আসার কথা অস্বীকার করেছে।

টীকা-৯. অর্থাৎ আমার প্রতিপালক অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নয়। সুতরাং ক্বিয়ামত আসা ও সেটা অনুষ্ঠিত হবার সময়ও তাঁর জ্ঞানে রয়েছে।

টীকা-১০. অর্থাৎ 'লওহ-ই-মাহফূয'-এ।

টীকা-১১. জান্নাতে।

টীকা-১২. এবং সেগুলোর সমালোচনা করে এবং সেগুলোকে 'কবিতা' ও 'যাদু' ইত্যাদি বলে লোকদেরকে সেগুলোর দিক থেকে বাধা দিতে চেয়েছে। (এ সম্বন্ধে আরো অধিক বিবরণ এ সূরার শেষভাগে পঞ্চম রুকূ'তে আসবে।)

টীকা-১৩. অর্থাৎ রসূলসাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ অথবা কিতাবী মু'মিনগণ, যেমন- আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা।

هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٦

(১৪), তা-ই সত্য এবং সম্মানের অধিকারী, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিতের পথনির্দেশ করে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝٧

৭. এবং কাফিরগণ বললো (১৫), 'আমরা তোমাদেরকে কি এমন পুরুষের সন্ধান দেবো (১৬) যিনি তোমাদেরকে এ খবর দেন যে, যখন তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তবুও তোমাদেরকে নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হতে হবে?'

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝٨

৮. তিনি কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছেন? কিংবা তাঁর সাথে উন্মাদনা আছে (১৭)? বরং ঐ সব লোক, যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনে না (১৮), তারা শাস্তি ও বহু দূরের ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۗءِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٩

৯. তবে কি তারা দেখেনি, যা তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে রয়েছে– আসমান ও যমীন (১৯)। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে (২০) ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেবো অথবা তাদের উপর আসমানের টুকরা পতিত করবো। নিশ্চয় সেটার (২১) মধ্যে নিদর্শন রয়েছে (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী বান্দার জন্য (২২)।

রুকূ' – দুই

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۭ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۝١٠

১০. এবং নিশ্চয় আমি দাউদকে স্বীয় মহা অনুগ্রহ প্রদান করেছি (২৩), 'হে পর্বতমালা! তার সাথে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবর্তন করো এবং হে পক্ষীকূল (২৪)! এবং আমি তার জন্য লৌহকে নরম করেছি (২৫);

টীকা-১৪. অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদ।

টীকা-১৫. অর্থাৎ কাফিরগণ পরস্পর আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো,

টীকা-১৬. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-১৭. যে, তিনি এমন আশ্চর্যজনক কথাবার্তা বলে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের এ উক্তির খণ্ডন করেছেন এভাবে যে, এ দু'টি মন্তব্যের একটিও ঠিক নয়। হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উক্ত দু'টি মন্তব্য থেকেই পবিত্র।

টীকা-১৮. অর্থাৎ কাফিরগণ পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের বিষয়কে অস্বীকার করে।

টীকা-১৯. অর্থাৎ তারা কি অন্ধ যে, আসমান ও যমীনের প্রতি দৃষ্টিপাতই করেনি এবং নিজের সামনে ও পেছনে দেখেই নি, যাতে তারা জানতে পারতো যে, তারা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিতই রয়েছে? আর যমীন ও আসমানের প্রান্তগুলোর বাইরে যেতেই পারে না? আল্লাহ্‌র রাজ্য থেকে বের হতে পারে না? আর পলায়ন করার জন্য তাদের কোন স্থানই নেই? তারা আয়াতসমূহ এবং রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ ও অস্বীকারের ভয়ঙ্কর অপরাধ অবলম্বন করেও ভীত হয়নি। আর নিজের ঐ অবস্থার কথা খেয়াল করে সতর্ক হয়নি।

টীকা-২০. তাদের মিথ্যারোপ ও অস্বীকারের শাস্তিস্বরূপ কারূনের ন্যায়

টীকা-২১. অর্থাৎ গভীর দৃষ্টিপাত করা ও চিন্তা-ভাবনা করার মধ্যে

টীকা-২২. যা এ অর্থ প্রকাশ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থানের উপর এবং সেটার অস্বীকারকারীদের শাস্তি প্রদানের উপর আর প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী।

টীকা-২৩. অর্থাৎ নবুয়ত ও কিতাব এবং কথিত আছে যে, 'রাজত্ব'। এক অভিমত এও আছে যে, 'সুন্দর গড়ন ইত্যাদি সমস্ত কিছু, যেগুলো তাঁকে বৈশিষ্ট্যরূপে দান করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা পর্বতমালা ও পক্ষীকূলকে নির্দেশ দিয়েছেন,

টীকা-২৪. যখন তিনি আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ করেন তোমরাও তাঁর সাথে 'তাস্‌বীহ' পাঠ করো। সুতরাং যখন হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম 'তাস্‌বীহ' পাঠ করতেন তখন পর্বতমালা থেকেও তাস্‌বীহ্‌র আওয়াজ শুনা যেতো। আর বিহঙ্গকুল তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়তো। এটা তাঁরই মু'জিযা ছিলো।

টীকা-২৫. যে, তাঁর বরকতময় হাতে এসে তা মোম অথবা ঠাসা আটার মতো নরম হয়ে যেতো এবং তা দিয়ে তিনি যা ইচ্ছা তৈরী করতেন– আগুন ব্যতীতই এবং ঠুকানো-পিটানো ছাড়াই তৈরী করে নিতেন। এর কারণ এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তিনি বনী ইস্রাঈলের বাদশাহ্ হন, তখন তাঁর রীতিই এ ছিলো যে, তিনি জনসাধারণের অবস্থাদি জানার জন্য এভাবে বের হতেন যেন লোকেরা তাঁকে চিনতে না পারে। যখন কাউকে সামনে পেতেন এবং সে তাঁকে চিনতো না, তখন তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন– "দাউদ কেমন লোক?" সমস্ত লোক তাঁর সুনাম করতো। আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফিরিশ্‌তা মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করলেন। হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম তাঁকেও পবিত্র অভ্যাস মোতাবেক ওটাই জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ফিরিশ্‌তা বললেন, "দাউদ তো আসলে খুব ভালো লোক; তবে যদি তাঁর মধ্যে একটা স্বভাব না থাকতো!" একথা শুনে তিনি তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। আর বললেন, "ওহে

আল্লাহর বান্দা! সে কোন্ স্বভাব?" তিনি বললেন, "তা হচ্ছে- তিনি নিজের ও নিজ পরিবারের ব্যয় 'বায়তুল মাল' থেকে গ্রহণ করেন।" এ কথা শুনে তিনি মনে মনে ভাবলেন- যদি তিনি বায়তুল মাল থেকে কোন ভাতা গ্রহণ না করতেন তাহলে অধিক উত্তম হতো। এ কারণে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন যেন তাঁর জন্য এমন কোন ব্যবস্থা করে দেন, যা দ্বারা তিনি নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন এবং 'বায়তুল মাল' (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে কিছু গ্রহণ করতে না হয়।

তাঁর উক্ত প্রার্থনা কবূল হলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে দিলেন। আর তাঁকে লৌহ-বর্ম তৈরী করার জ্ঞান দান করলেন। সর্বপ্রথম 'বর্ম' তিনিই তৈরী করেন। তিনি প্রতিদিন একটা লৌহবর্ম তৈরী করতেন। তা চার হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করতেন। তা থেকে নিজের ও নিজ পরিবারের ব্যয়ও নির্বাহ করতেন, ফক্বীর-মিসকীনদেরকেও সাদক্বাহ দিতেন। এর বিবরণ আয়াতেই রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, "আমি দাঊদ আলায়হিস্ সালামের জন্য লৌহকে নরম করে তাঁকে বলেছি-

টীকা-২৬. যেন সেটার কড়াগুলো সমান হয় ও মাঝারী ধরণের হয়- না সংকীর্ণ হয়, না খুব প্রশস্ত।

اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِی السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ⑪

وَلِسُلَیْمٰنَ الرِّیْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَیْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ یَّعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ یَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیْرِ ⑫

یَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا یَشَآءُ مِنْ مَّحَارِیْبَ وَتَمَاثِیْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِیٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِیْلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّكُوْرُ ⑬

فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ

১১. যাতে প্রশস্ত বর্ম তৈরী করো এবং তৈরী করায় পরিমাপ রক্ষা করো (২৬)। আর তোমরা সবাই সৎ কর্ম করো। নিশ্চয় আমি তোমাদের কর্ম দেখছি।

১২. এবং সুলায়মানের অধীন করেছি বায়ুকে, যার প্রভাতের গম্যস্থান এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় গম্যস্থান একক মাসের পথ (২৭) এবং আমি তাঁর জন্য গলিত তামার একটা প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি (২৮) এবং জিন্‌দের থেকে (কতেক এমন ছিলো) যারা তাঁর সম্মুখে কাজ করতো তার প্রতিপালকের নির্দেশে (২৯) এবং তাদের মধ্যে যে কেউ আমার নির্দেশ থেকে ফিরে যায় (৩০) তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাবো।

১৩. তার জন্য নির্মাণ করতো যা সে চাইতো- উঁচু উঁচু প্রাসাদ (৩১) ও প্রতিমূর্তিসমূহ (৩২) এবং বড় বড় চৌবাচ্চাসমূহের সমতুল্য বৃহদাকার পাত্র (৩৩) আর নোঙ্গরসম্পন্ন ডেগসমূহ নির্মাণ করতো (৩৪)। হে দাঊদ-সম্প্রদায়ের লোকেরা! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (৩৫) এবং আমার বান্দাদের মধ্যে কমসংখ্যক লোক আছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

১৪. অতঃপর যখন আমি তাঁর উপর মৃত্যুর নির্দেশ প্রেরণ করেছি (৩৬), তখন জিন্‌দেরকে

টীকা-২৭. সুতরাং তিনি ভোরে দামেস্ক থেকে রওনা হতেন আর দুপুরে 'উস্তুখার'-এ পৌঁছে মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিশ্রাম গ্রহণ (قیلوله) করতেন, যা পারস্য দেশে অবস্থিত। দামেস্ক থেকে এক মাসের পথ। আর বিকেলে 'উস্তুখার' থেকে রওনা হলে রাত্রে কাবুলে এসে আরাম গ্রহণ করতেন। এটাও দ্রুতগামী যানের জন্য একমাসের পথ।

টীকা-২৮. যা তিনদিন যাবৎ ইয়েমেন-ভূমিতে পানির মতো প্রবাহিত হতে থাকে। অপর এক অভিমতানুসারে, প্রত্যেক মাসে তিনদিন প্রবহমান থাকতো। অন্য অভিমত হচ্ছে- আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের জন্য তামা বিগলিত করেন, যেমনিভাবে হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের জন্য লৌহকে নরম করেছিলেন।

টীকা-২৯. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের জন্য জিন্‌দেরকে অনুগত করেছেন।

টীকা-৩০. এবং হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের আনুগত্য না করে,

টীকা-৩১. এবং সু-উচ্চ প্রাসাদ ও মসজিদসমূহ এবং তন্মধ্যে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' অন্যতম।

টীকা-৩২. চতুষ্পদ জন্তু, পক্ষী ইত্যাদির- তামা, কাঁচ ও পাথর ইত্যাদি দিয়ে। ঐ শরীয়তে প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা হারাম ছিলো না।

টীকা-৩৩. এত বড় যে, একেক পাত্রে হাজার হাজার মানুষ আহার করতো।

টীকা-৩৪. যা আপন পায়াগুলোর উপর স্থাপিত ছিলো। আকারেও খুব বড় ছিলো। এমনকি আপন স্থান থেকে সরানো যেতো না। সিঁড়ির সাহায্যে সেগুলোর উপর আরোহণ করতো। সে গুলো ইয়েমেনে ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করছেন, "আমি বললাম-

টীকা-৩৫. আল্লাহ্ তা'আলার ঐসব নি'মাতের উপর, যেগুলো তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, তাঁরই আনুগত্য বজায় রেখে।

টীকা-৩৬. হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করেছিলেন যেন তাঁর ওফাতের অবস্থা জিন্‌দের নিকট প্রকাশ না পায় যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, জিন্‌জাতি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখেনা। অতঃপর তিনি মেহরাবে প্রবেশ করলেন এবং নিয়মানুযায়ী নামাযের জন্য আপন লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিনেরা নিয়মানুযায়ী তাদের সেবাকর্মে লিপ্ত রইলো। আর এ ধারণায় রইলো যে, হযরত জীবদ্দশায় আছেন। হযরত

সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের দীর্ঘদিন যাবৎ এমতাবস্থায় থাকা তাদের নিকট হতভম্ব হবার কোন কারণই ছিলো না। কেননা তারা অনেকবার দেখেছে যে, তিনি এক মাস, দু'মাস, তদপেক্ষাও অধিকাল যাবৎ ইবাদতে মশ্‌গুল থাকতেন। আর তাঁর নামায খুব দীর্ঘ সময়ব্যাপী হতো; এমনকি, তাঁর ওফাতের পূর্ণ এক বৎসর পর পর্যন্ত জিন্‌গণ তাঁর ওফাত সম্পর্কে অবগত হয়নি। আর নিজেদের সেবাকর্মে ব্যস্ত ছিলো।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশে উই-পোকা তাঁর লাঠিখানা খেয়ে ফেললো এবং তাঁর শরীর মুবারক, যা ঐ লাঠির উপর ভর করে দণ্ডায়মান ছিলো, যমীনের দিকে আসছিলো, তখনই জিন্‌গণ তাঁর ওফাত সম্পর্কে জ্ঞাত হলো।

টীকা-৩৭. যে, তারা অদৃশ্য-বিষয়ে জানেনা।

টীকা-৩৮. তা হলে তারা হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের ওফাত সম্পর্কে অবগত হতো।

টীকা-৩৯. এবং এক বৎসর পর্যন্ত নির্মাণ কাজের ভীষণ কষ্ট সহ্য করতো না। বর্ণিত আছে যে, হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম বায়তুল মুক্বাদ্দাসের ভিত্তি ঐ স্থানে স্থাপন করেছেন যেখানে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের তাঁবু খাটানো হয়েছিলো। ঐ ইমারত পূর্ণ হবার পূর্বে হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের ওফাতের সময় এসে পড়েছিলো। সুতরাং তিনি আপন সুযোগ্য প্রিয় সন্তান হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামকে সেটা পূর্ণ করার জন্য ওসীয়ত করলেন।

সুতরাং তিনি শয়তানদেরকে (জিন) সেটা পরিপূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। যখন তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি (আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে) প্রার্থনা করলেন যেন, তাঁর ওফাতের কথা শয়তানদের নিকট প্রকাশ না পায়; যাতে তারা নির্মাণ কাজ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাজে মগ্ন থেকে যায়। আর তারা অদৃশ্য জ্ঞানের যেই দা'বী করতো তাও বাতিল হয়ে যায়। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের পবিত্র বয়স ৫৩ বছর ছিলো। তের বছর বয়স শরীফে তিনি বাদশাহীর তখতে আরোহণ করেন। চল্লিশ বছর শাসনভার পরিচালনা করেন।

عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿١٤﴾

তাঁর মৃত্যুর বিষয় জানায়নি, কিন্তু যমীনের উই-পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিলো। অতঃপর যখন সুলায়মান (-এর দেহ) মাটির উপর আসলো, তখন জিনদের বাস্তব অবস্থা প্রকাশ পেয়ে গেলো (৩৭)– যদি তারা অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হতো (৩৮), তা' হলে এ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না (৩৯)।

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾

১৫. নিশ্চয় 'সাবা' (৪০)-এর জন্য তাদের বাসভূমিতে (৪১) নিদর্শন ছিলো (৪২); দু'টি বাগান– ডানে ও বামে (৪৩)। 'আপন প্রতিপালকের রিয্‌ক্ব আহার করো (৪৪) এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (৪৫)। পবিত্র শহর (৪৬) এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক (৪৭)।'

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ

১৬. অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো (৪৮)। সুতরাং আমি তাদের উপর প্রবল বন্যা প্রেরণ করলাম (৪৯) এবং তাদের বাগানসমূহের

টীকা-৪০. 'সাবা' আরবের একটা সম্প্রদায়, যা আপন পিতামহের নামে প্রসিদ্ধ। আর ঐ পিতৃপুরুষ ছিলো সাবা ইবনে ইয়া'শজাব ইবনে ইয়া'রাব ইবনে কাহ্‌তান।

টীকা-৪১. যা ইয়েমেন সীমান্তে অবস্থিত ছিলো।

টীকা-৪২. আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াহ্‌দানিয়াত বা একত্ব এবং ক্ষমতার অর্থ প্রকাশকারী। আর ঐ নিদর্শন কি ছিলো? সেটার বর্ণনা সামনে আসছে–

টীকা-৪৩. অর্থাৎ তাদের উপত্যকার ডানে ও বামে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত চলে গেছে, আর তাদেরকে বলা হয়েছিলো–

টীকা-৪৪. বাগান এতোই প্রচুর ফলদার ছিলো যে, যখনই কোন ব্যক্তি মাথার উপর খালি টুকরি নিয়ে অতিক্রম করতো তখন হাত লাগানো ব্যতীতই নানা ধরণের ফলমূলে তার টুক্‌রি ভর্তি হয়ে যেতো।

টীকা-৪৫. অর্থাৎ ঐ নি'মাতের জন্য তাঁর আনুগত্য বজায় রাখো।

টীকা-৪৬. মনোরম আবহাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভূমি, না আছে তাতে মশা, না আছে মাছি, না আছে ছারপোকা, না সাপ, না বিচ্ছু। বাতাসের নির্মলতার এ অবস্থা ছিলো যে, যদি অন্য কোন জায়গায় কোন মানুষ ঐ শহরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যেতো, আর তার কাপড়ের মধ্যে উকুন থাকতো, তখন সেগুলো মরে যেতো।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, 'সাবা' নগরী 'সানা' থেকে তিন ফরসঙ্গ (৯ মাইল) দূরত্বে অবস্থিত ছিলো।

টীকা-৪৭. অর্থাৎ যদি তোমরা প্রতিপালকের প্রদত্ত জীবিকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আনুগত্য বজায় রাখো তবে তিনি ক্ষমাশীল।

টীকা-৪৮. তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে; এবং নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)কে অস্বীকার করলো। 'ওয়াহাব'-এর অভিমত হচ্ছে– আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি তেরজন নবী প্রেরণ করলেন, যাঁরা তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানালেন, আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁরই শাস্তি থেকে সতর্ক করে দিলেন; কিন্তু তারা ঈমান আনলো না এবং নবীগণকে অস্বীকার করে বসলো, আর বললো, "আমরা জানিনা আমাদের উপর খোদার কোন অনুগ্রহ আছে কিনা! (যদি থাকে, তাহলে) তুমি আপন প্রতিপালককে বলে দাও যেন তিনি, যদি পারেন তাহলে, ঐসব নি'মাত বন্ধ করে দেন।"

টীকা-৪৯. মহা প্লাবন, যার কারণে তাদের বাগান ও মাল-সামগ্রী সবই ডুবে গেলো। আর তাদের বাসস্থানগুলো বালির নীচে দাফন হয়ে গেলো এবং

এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো যে, তাদের ধ্বংস আরববাসীদের জন্য প্রবাদ হয়ে রইলো।

টীকা-৫০. একেবারে স্বাদহীন

টীকা-৫১. যেমনিভাবে ধ্বংস্তুপগুলোতে জমে যায়, তেমনিভাবে বন-জঙ্গলগুলোও। আর ভীতিজনক জঙ্গলগুলোকে, যেগুলো তাদের মনোরম বাগানগুলোর স্থলে জন্মেছিলো, বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে 'বাগান' বলা হয়েছে।

টীকা-৫২. এবং তাদের কুফর

টীকা-৫৩. অর্থাৎ 'সাবা' শহরে

টীকা-৫৪. যে, সেখানকার অধিবাসীদেরকে প্রচুর নি'মাত, পানি, গাছপালা ও ফোয়ারা-হ্রদ দান করেছি। সেগুলো দ্বারা 'সিরিয়ার শহর' বুঝানো হয়েছে। (অর্থাৎ সিরিয়ার শহরগুলোর মধ্যে)

টীকা-৫৫. কাছাকাছি; সাবা থেকে শাম (সিরিয়া) পর্যন্ত ভ্রমণকারীদেরকে এই পথে পাথেয় ও পানি সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হতো না।

পরিবর্তে দু'টি বাগান তাদেরকে প্রদান করেছি, যেগুলোর মধ্যে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল (৫০) এবং ঝাউ গাছ আর অল্প কিছু কুলগাছ (৫১)।

জَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾

১৭. আমি তাদেরকে এ বদলা দিলাম– তাদের অকৃতজ্ঞতার (৫২) শাস্তি। এবং আমি কাকে শাস্তি দিই? তাকেই, যে অকৃতজ্ঞ।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجٰزِىْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾

১৮. এবং আমি স্থাপন করেছিলাম তাদের মধ্যে (৫৩) এবং ঐ শহরগুলোর মধ্যে, যেগুলোতে আমি কল্যাণ রেখেছি (৫৪) রাস্তার মাথায় মাথায় কতো শহর (৫৫)! আর সে গুলোর মাঝখানে ভ্রমণ-বিরতির পরিমাণ দূরত্ব রেখেছি (৫৬)। 'সেগুলোতে ভ্রমণ করো রাত ও দিনসমূহে নিরাপদে (৫৭)।'

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯. সুতরাং তারা বললো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মধ্যে দূরত্ব স্থাপন করো (৫৮)!' এবং তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। ফলে, আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করে দিয়েছি (৫৯) এবং তাদেরকে পূর্ণ মানসিক দুঃখ দ্বারা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি (৬০)। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে প্রত্যেক বড় ধৈর্যশীল ও প্রত্যেক বড় কৃতজ্ঞের জন্য (৬১)।

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿١٩﴾

টীকা-৫৬. অর্থাৎ ভ্রমণকারী এক স্থান থেকে ভোরে চলতে আরম্ভ করলে দুপুরে কোন এক জনপদে পৌঁছে যায়, যেখানে প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী পাওয়া যায়। আবার যখন দুপুরে চলতে আরম্ভ করে তখন সন্ধ্যায় অপর এক শহরে পৌঁছে যায়। ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত গোটা সফরটা এমনই আরামে অতিক্রম করা যায়। আর আমি তাদেরকে বলেছি,

টীকা-৫৭. না রাতগুলোতে কোন ভয়, না দিনগুলোতে কোন কষ্ট, না শত্রুর আশঙ্কা, না ক্ষুধা-তৃষ্ণার দুঃশ্চিন্তা। সম্পদশালীদের মধ্যে হিংসার সঞ্চার হয়েছিলো (আর তারা ভাবলো)– "আমাদের ও গরীবদের মধ্যে কোন পার্থক্য রইলো না। কাছাকাছি বহু গম্যস্থল রয়েছে। লোকেরা সানন্দে মনোরম গতিতে প্রবহমান বায়ু উপভোগ করতে করতে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর অপর বস্তি এসে যায়। সেখানে এসে বিশ্রাম নেয়। ফলে, সফরে না ক্লান্তি আসে, না দুঃখ-কষ্ট। (কিন্তু) গম্যস্থলগুলো যদি দূরত্বে অবস্থিত হতো, সফরের সময়ও দীর্ঘ হতো, পথে পানিও পাওয়া না যেতো এবং অরণ্য ও মরুভূমিগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হতো, তবে আমরা পাথেয় সাথে নিতাম, পানির ব্যবস্থা করতাম, যানবাহন ও সেবকদের সাথে রাখতাম। তখনই সফরে আনন্দ আসতো এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পেতো।" এ কথা কল্পনা করে তারা বললো–

টীকা-৫৮. অর্থাৎ আমাদের ও সিরিয়ার মধ্যে জঙ্গল ও মরুভূমি করে দাও, যাতে পাথেয় ও সাওয়ারী ব্যতীত সফর করা সম্ভব না হয়।

টীকা-৫৯. পরবর্তীদের জন্য, যাতে তাদের অবস্থাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

টীকা-৬০. গোত্র গোত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঐসব বস্তি নিমজ্জিত হয়ে গেছে। লোকেরা আবাসহীন হয়ে পৃথক পৃথক শহরগুলোর মধ্যে পৌঁছে গেলো– 'গাস্সান' (গোত্র) সিরিয়ায়, 'আযদ' ওমানে, 'খাযা'আহ্' তিহামাহ্য়, 'খোযায়মাহ্'র বংশধরগণ ইরাকে এবং আউস্ ও খায্রাজের পিতৃ-পুরুষ আমর ইবনে আমের 'মদীনায়।'

টীকা-৬১. এবং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মু'মিনেরই বৈশিষ্ট্য। যখন সে বিপদে আক্রান্ত হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করে; আর যখন নি'মাত লাভ করে তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

২০. এবং নিশ্চয় ইবলীস তাদেরকে স্বীয় ধারণাকে সত্য করে দেখিয়েছে (৬২)। সুতরাং তারা তার অনুসরণ করেছে; কিন্তু একটা দল, যারা মুসলমান ছিলো (৬৩)।

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

২১. এবং তাদের উপর (৬৪) শয়তানের কোন আধিপত্য ছিলো না; কিন্তু এ জন্য যে, আমি দেখাবো– কে আখিরাতের উপর ঈমান আনে এবং কে তাতে সন্দিহান রয়েছে, আর আপনার প্রতিপালক প্রত্যেক কিছুর তত্বাবধায়ক।

রুকূ' – তিন

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

২২. আপনি বলুন (৬৫), 'আহ্বান করো তাদেরকে, যাদেরকে আল্লাহ্ ব্যতীত (৬৬) মনে করে বসেছো (৬৭)। তারা অণু পরিমাণেরও মালিক নয় আস্‌মানসমূহে এবং না যমীনে; আর না তাদের ঐ দু'টির মধ্যে কোন অংশ আছে এবং না তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী।'

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং তাঁর নিকট সুপারিশ কাজে আসে না, কিন্তু যাঁকে তিনি অনুমতি দেন। শেষ পর্যন্ত যখন অনুমতি দিয়ে তাদের অন্তরসমূহের ভীতি দূরীভূত করে দেয়া হয়, তখন একে অপরকে (৬৮) বলে, 'তোমাদেরকে প্রতিপালক কি বললেন?' তারা বলে, 'যা বলেছেন সত্য বলেছেন (৬৯)।' এবং তিনিই হন সমুচ্চ, মহান।

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আপনি বলুন, 'কে তিনি, যিনি তোমাদেরকে রিয্‌ক্ প্রদান করেন আস্‌মানসমূহ ও যমীন থেকে (৭০)?' আপনি নিজেই বলুন, 'আল্লাহ্ (৭১)। আর নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা (৭২) হয়ত সৎপথে স্থিত আছি অথবা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পতিত (৭৩)।'

قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. আপনি বলুন, 'আমরা তোমাদের ধারণায় যদি কোন অপরাধ করি তবে সেটার জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না, না তোমাদের কৃতকর্মগুলোর জন্য আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে (৭৪)।'

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا

২৬. আপনি বলুন, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (৭৫),

টীকা-৬২. অর্থাৎ ইব্‌লীস, যে এ ধারণা রাখতো যে, বনী আদমকে সে মনের কুপ্রবৃত্তি, লোভ ও ক্রোধ দ্বারা পথভ্রষ্ট করে দেবে। এই কুমতলবকে সে 'সাবা'-সম্প্রদায়ের উপর এবং সমস্ত কাফিরের উপর চরিতার্থ করে দেখিয়েছে। ফলে, তারা তার অনুসারী হয়ে গেলো এবং তার আনুগত্য করতে লাগলো। হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "শয়তান না কারো প্রতি তরবারি উঁচিয়েছিলো, না কাউকেও চাবুক মেরেছিলো; বরং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও ভিত্তিহীন কামনা দ্বারাই বাতিলপন্থীদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে।"

টীকা-৬৩. তারা তার (শয়তান) অনুসরণ করেনি।

টীকা-৬৪. যাদের সম্পর্কে তার ধারণা পূর্ণ হলো,

টীকা-৬৫. হে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! মক্কা মুকাররামার কাফিরদেরকে

টীকা-৬৬. নিজেদের উপাস্য

টীকা-৬৭. যে, তারা তোমাদের বিপদাপদকে দূরীভূত করবে। কিন্তু তেমন হতে পারে না। কেননা, কোন লাভ ও ক্ষতিতে

টীকা-৬৮. সুসংবাদ পাবার সূত্রে

টীকা-৬৯. অর্থাৎ সুপারিশকারীদেরকে ইমানদারদের পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছেন।

টীকা-৭০. অর্থাৎ আস্‌মান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং ভূমি থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।

টীকা-৭১. কেননা, এ প্রশ্নের এটা ছাড়া অন্য কোন জবাবই নেই।

টীকা-৭২. অর্থাৎ উভয় দলের মধ্যে প্রত্যেকটার জন্য এ দু'অবস্থার যে কোন একটা অনিবার্য।

টীকা-৭৩. এবং এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্ তা'আলাকে জীবিকাদাতা, বারি বর্ষণকারী এবং উদ্ভিদ উৎপাদনকারী জেনেও এমন মূর্তির পূজা করে, যা কোন একটা অণু-পরিমাণ বস্তুরও মালিক নয় (যেমন উপরোল্লিখিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে) সে নিশ্চিতভাবে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

টীকা-৭৪. বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং প্রত্যেকেআপন আমলের প্রতিদান পাবে।

টীকা-৭৫. ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৭৬. সুতরাং সত্যের অনুসারীদেরকে জান্নাতে ও মিথ্যার অনুসারীদেরকে দোযখে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-৭৭. অর্থাৎ যেসব মূর্তিকে তোমরা ইবাদতের মধ্যে শরীক করেছো, আমাকে দেখাও তো সেগুলো কিসের উপযোগী? সেগুলো কি কিছু সৃষ্টি করতে পারে? জীবিকা দেয়? আর যখন সেগুলো এমন কিছুই করতে পারছে না, তখন সেগুলোকে খোদার শরীক স্থির করা এবং সেগুলোর ইবাদত করা কেমনই জঘন্য ভুল! তা থেকে বিরত হও!

টীকা-৭৮. এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের রিসালত ব্যাপক। সমগ্র মানব জাতিই সেটার আওতাভুক্ত। শ্বেতাঙ্গ হোক, কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ হোক; আরবীয় হোক, কিংবা অনারবীয় হোক; পূর্ববর্তী হোক, কিংবা পরবর্তীকালীন হোক– সবারই জন্য তিনি রসূল। আর তারা সবাই তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়, বিশ্বকুল সরদার আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম এরশাদ ফরমান, "আমাকে পাঁচটা বস্তু এমনই দান করা হয়েছে, যেগুলো আমার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। যথাঃ

অতঃপর আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দেবেন (৭৬) এবং তিনিই হন শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।'

ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

২৭. আপনি বলুন, 'আমাকে দেখাও তো ঐ শরীককে, যাকে তোমরা তাঁর সাথে জুড়িয়ে নিয়েছো (৭৭); না, কখনো না; বরং তিনিই হন আল্লাহ্, সম্মানের মালিক, প্রজ্ঞাময়।'

قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

২৮. এবং হে মাহবূব! আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু এমন রিসালত সহকারে, যা সমস্ত মানব জাতিকে পরিব্যাপ্ত করে নেয় (৭৮), সুসংবাদদাতা (৭৯) এবং সতর্ককারী (৮০); কিন্তু অনেকে জানেনা (৮১)।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. এবং বলে, 'এ প্রতিশ্রুতি কবে আসবে (৮২)? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. আপনি বলুন, 'তোমাদের জন্য এমন এক দিনের প্রতিশ্রুতি, যেদিন থেকে তোমরা না এক মুহূর্তকাল পেছনে হটতে পারো, না আগে বাড়তে পারো (৮৩)।

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

রুকূ' – চার

৩১. এবং কাফিরগণ বললো, 'আমরা কখনো ঈমান আনবোনা এ ক্বোরআনের উপর এবং না ঐসব কিতাবের উপর যেগুলো এর পূর্বে ছিলো (৮৪)।' এবং কোন রকমে তুমি দেখবে! যখন যালিমদেরকে আপন প্রতিপালকের নিকট

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ

এক) এক মাসের দূরত্বব্যাপী আতঙ্ক দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

দুই) সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠকে আমার জন্য 'মসজিদ' ও 'পবিত্র' করা হয়েছে যেন যেখানেই আমার উম্মতের নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায সম্পন্ন করতে পারে।

তিন) আমার জন্য 'গনীমতের মাল' হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিলোনা।

চার) আমাকে 'শাফা'আত' (সুপারিশ করা)-এর মর্যাদা দান করা হয়েছে।

পাঁচ) নবীগণ, বিশেষ করে, নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন; কিন্তু আমি সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।"

হাদীস শরীফে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিবরণ রয়েছে; যেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে– হুযূরের 'ব্যাপক রিসালত' (رسالت عامه), যা সমস্ত জিন্ ও মানবকে শামিল করে নেয়। সারকথা এ যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সৃষ্টিরই রসূল। এবৈশিষ্ট্য বিশেষ করে, তাঁরই (দঃ)। এটা ক্বোরআন করীমের আয়াত ও বহু সংখ্যক হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। 'সূরা ফোরক্বান'-এর প্রারম্ভেও এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৭৯. ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের

টীকা-৮০. কাফিরদেরকে তাঁর ন্যায় বিচারের;

টীকা-৮১. এবং স্বীয় মূর্খতার কারণে, আপনার বিরোধিতা করছে।

টীকা-৮২. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের প্রতিশ্রুতি!

টীকা-৮৩. অর্থাৎ তোমরা যদি অবকাশ চাও তবে বিলম্বিত করা সম্ভবপর নয়। আর যদি ত্বরান্বিত করতে চাও, তবে তাও সম্ভবপর নয়। যে কোন অবস্থাতেই এই প্রতিশ্রুতি তার নির্দ্ধারিত সময়ে পূর্ণ হবেই।

টীকা-৮৪. তাওরীত ও ইঞ্জীল ইত্যাদি।

টীকা-৮৫. অর্থাৎ অনুগত ও অনুসারী ছিলো

টীকা-৮৬. অর্থাৎ তাদের নেতৃবর্গকে,

টীকা-৮৭. এবং আমাদেরকে ঈমান আনতে বাধা না দিতে,

টীকা-৮৮. অর্থাৎ তোমরা রাতদিন আমাদের জন্য চক্রান্ত করছিলে এবং সর্বদা আমাদেরকে শির্ক করার জন্য উৎসাহিত করছিলে।

টীকা-৮৯. উভয় দল– অনুসারীও, অনুসৃতও, পায়রবীকারীও এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টকারীরাও– ঈমান না আনার জন্য

টীকা-৯০. জাহান্নামের।

টীকা-৯১. চাই পথভ্রষ্টকারী হোক অথবা তাদের কথা মান্যকারী হোক-সমস্ত কাফিরের এই শাস্তি।

টীকা-৯২. দুনিয়ার মধ্যে কুফর ও পাপ কার্যাদি।

টীকা-৯৩. এতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মনে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, 'আপনি ঐসব কাফিরের মিথ্যাবাদ ও অস্বীকার করার কারণে দুঃখিত হবেন না। নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের সাথে কাফিরদের এ-ই প্রথা চলে আসছে। তার ধনী লোকেরা, অনুরূপভাবে, আপন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির গর্বে নবীগণকে অস্বীকার করতে থাকে।

শানে নুযূলঃ দু'জন লোক ব্যবসায় শরীক ছিলো। তাদের মধ্যে একজন সিরিয়ায় গিয়েছিলো। অপরজন মক্কা মুকার্‌রামায় ছিলো। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অবির্ভাব হলো তখন সে সিরিয়ায় হুযূর (দঃ)-এর খবর শুনলো। তখন সে আপন শরীককে চিঠি লিখলো এবং তার নিকট হুযূরের বিস্তারিত অবস্থা জানতে চাইলো। তার শরীক জবাবে লিখলো– "মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজে নবী বলে ঘোষণা তো করলেন, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর দীন ও হীন লোকেরা ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর অনুসরণ করেনি।"

যখন ঐ পত্র তার নিকট পৌঁছলো তখন সে আপন ব্যবসায়িক কার্যাদি ছেড়ে মক্কা মুকার্‌রামায় আসলো এবং এসেই আপন শরীককে বললো, "আমাকে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ঠিকানা বলো।" আর অবগত হয়ে সে হুযূর (দঃ)-এর দরবারে হাযির হলো। এবং আরয করলো, "আপনি দুনিয়াকে কিসের দাওয়াত দিচ্ছেন? আর আমাদের নিকট থেকে আপনি কি চান?" এরশাদ ফরমালেন, "মূর্তি পূজা ছেড়ে এক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা।" অতঃপর তিনি (দঃ) ইসলামের বিধানাবলী বললেন। এ বাণীগুলো তার হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো।

ঐ লোকটা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর আলিম ছিলো। সে বলতে লাগলো, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার রসূল।" হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "তুমি এটা কিভাবে জানতে পারলে?" সে বললো, "যখনই কোন নবী প্রেরিত হয়েছেন তখন সর্বপ্রথম নিম্নশ্রেণীর গরীব লোকেরাই তাঁর অনুসারী হয়েছেন। আল্লাহ্‌র এই সুন্নাত (নিয়ম) সর্বদাই প্রচলিত রয়েছে।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾

দণ্ডায়মান করা হবে, তখন তাদের মধ্যে একে অপরের সাথে বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে; ঐ সমস্ত লোক, যারা চাপের শিকার হয়েছিলো (৮৫) তাদেরকেই বলবে, যারা ক্ষমতাদর্পী ছিলো (৮৬), 'যদি তোমরা না হতে (৮৭) তবে আমরা অবশ্যই ঈমান নিয়ে আসতাম।'

৩২. ঐ সমস্ত লোক, যারা ক্ষমতাদর্পী ছিলো তারা ঐসব লোককে বলবে, যারা চাপের শিকার হয়ে দুর্বল হয়েছিলো, 'আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছি সৎপথ থেকে এর পরও যে, তোমাদের নিকট (তা) এসেছিলো? বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে!'

৩৩. এবং বলবে ঐসব লোক, যারা চাপের মুখে দুর্বল হয়েছিলো, তাদেরকে যারা ক্ষমতাদর্পী ছিলো, 'বরং রাত-দিনের চক্রান্ত ছিলো (৮৮), যখন তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছিলে যেন আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং যেন তাঁর সমকক্ষ স্থির করি।' আর মনে মনেই অনুশোচনা করতে থাকবে (৮৯) যখন শাস্তি দেখতে পাবে (৯০)। এবং আমি শৃংখল পরাবো তাদের ঘাড়সমূহে, যারা অস্বীকার করতো (৯১)। তারা কি প্রতিফল পাবে? কিন্তু তাই, যা কিছু তারা করতো (৯২)।

৩৪. এবং আমি যখনই কোন শহরে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন সেখানকার স্বচ্ছল লোকেরা একথাই বলেছে যে, 'তোমরা যা কিছু সহকারে প্রেরিত হয়েছো আমরা তা অস্বীকার করি (৯৩)।'

টীকা-৯৪. অর্থাৎ যখন দুনিয়ার মধ্যে আমরা সঙ্গতি সম্পন্ন আছি, তখন আমাদের কার্যকলাপ এবং চালচলনও আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় হবে। যদি এমনি হয় তবে পরকালে শাস্তিও হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করলেন। আর এরশাদ ফরমালেন যে, পরকালের সাওয়াবকে দুনিয়ার সঙ্গতির সাথে অনুমান করা ভুল।

টীকা-৯৫. পরীক্ষা সূত্রে : সুতরাং দুনিয়ার জীবিকার প্রাচুর্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়। অনুরূপভাবে, আর্থিক অভাব-অনটন ও আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির প্রমাণ নয়। কখনো পাপীকে আর্থিক সঙ্গতি প্রদান করেন, কখনো আপন অনুগত বান্দার উপর অভাব-অনটন দেন। এটা তাঁরই 'হিকমত' বা প্রজ্ঞা। আখিরাতের প্রতিদানকে এর উপর অনুমান করা ভুল ও ভিত্তিহীন।

৩৫. এবং তারা বললো, 'আমরা সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে অধিক সমৃদ্ধশালী এবং আমাদের উপর শাস্তি হবার নয় (৯৪)।'

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّأَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝٣٥

৩৬. আপনি বলুন, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক রিয্‌ক্বকে প্রশস্ত করেন যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং সংকীর্ণ করেন (৯৫); কিন্তু বহু লোক জানেনা।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٦

রুকূ' - পাঁচ

৩৭. এবং তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি এরই উপযোগী নয় যে, তোমাদেরকে আমার নিকট পৌঁছাবে, কিন্তু তারাই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে (৯৬), তাদের জন্য বহুগুণ পুরস্কার (৯৭) তাদের কর্মের প্রতিদান; এবং তারা প্রাসাদসমূহে নিরাপদে রয়েছে (৯৮)।

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى إِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُونَ ۝٣٧

৩৮. এবং ঐসব লোক, যারা আমার নিদর্শনসমূহে পরাজিত করার চেষ্টা করে (৯৯) তাদেরকে ধরে এনে শাস্তির মধ্যে হাযির করা হবে (১০০)।

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِينَ أُولٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝٣٨

৩৯. আপনি বলুন, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক জীবিকা বৃদ্ধি করেন আপন বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং হ্রাস করেন যার জন্য ইচ্ছা করেন (১০১)। আর যেই বস্তু তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো, তিনি তার পরিবর্তে আরো অধিক দেবেন (১০২)। এবং তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক রিয্‌ক্বদাতা (১০৩)।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ۝٣٩

৪০. এবং যেদিন ঐসব লোককে উঠানো হবে (১০৪); অতঃপর ফিরিশ্‌তাদেরকে বলবেন, 'এরা কি তোমাদের উপাসনা করতো (১০৫)?'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰئِكَةِ أَهٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝٤٠

টীকা-৯৬. অর্থাৎ সম্পদ কারো জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্যের কারণ নয়- সৎকর্মপরায়ণ মু'মিন ব্যতীত, যে তা আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করে। সন্তান-সন্ততিও কারো জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যের কারণ নয় ঐ মু'মিন ব্যতীত, যে তাদেরকে সৎজ্ঞান শিক্ষা দেয়, দ্বীনের শিক্ষা দান করে এবং সৎ ও খোদাভীরু রূপে গড়ে তোলে।

টীকা-৯৭. একটা সৎকর্মের পরিবর্তে দশ থেকে আরম্ভ করে সাতশ গুণ পর্যন্ত এবং তদপেক্ষাও বেশী- যে পরিমাণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন।

টীকা-৯৮. অর্থাৎ জান্নাতের সুউচ্চ মানযিলসমূহের মধ্যে।

টীকা-৯৯. অর্থাৎ ক্বোরআন করীমের বিরুদ্ধে সমালোচনার মুখ খুলে। আর এ ধারণা করে যে, তাদের এসব ভ্রান্ত কাজের মাধ্যমে তারা লোকজনকে ঈমান আনার পথে বাধা দেবে, তাদের এ চক্রান্তও ইসলামের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং তারা আমার শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কেননা, তাদের বিশ্বাস এ যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানই নেই। সুতরাং শাস্তি এবং পুরস্কার কিসের?

টীকা-১০০. এবং তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না।

টীকা-১০১. স্বীয় হিকমত বা প্রজ্ঞানুসারে।

টীকা-১০২. দুনিয়ায় অথবা আখিরাতে। বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়, "আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, "ব্যয় করো, তোমাদের উপর ব্যয় করা হবে।" অন্য হাদীসে আছে, "সাদ্‌ক্বাহ্ করলে সম্পদ হ্রাস পায় না। ক্ষমা করলে সম্মান বৃদ্ধি পায়। বিনয় দ্বারা মর্যাদা উঁচু হয়।"

টীকা-১০৩. কেননা, তিনি ব্যতীত যে কেউ কাউকে কিছু প্রদান করে- চাই বাদশাহ্ সৈন্যদেরকে, কিংবা মুনিব তাঁর গোলামকে, অথবা পরিবারের কর্তা আপন পরিবারের সদস্যদেরকে প্রদান করুক, সবই আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট ও তাঁরই প্রদত্ত জীবিকা থেকেই প্রদান করে থাকে। রিয্‌ক্ব ও তা থেকে উপকার গ্রহণ করার উপকরণাদির স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। তিনিই প্রকৃত রিয্‌ক্বদাতা।

টীকা-১০৪. অর্থাৎ ঐসব মুশ্‌রিককে

টীকা-১০৫. দুনিয়ায়?

টীকা-১০৬. অর্থাৎ তাদের সাথে আমাদের কোন বন্ধুত্ব নেই। সুতরাং আমরা কিভাবে তাদের উপাসনা করায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি! আমরা তা থেকে মুক্ত-পবিত্র।

টীকা-১০৭. অর্থাৎ শয়তানদেরকে যে, তাদের আনুগত্যের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পূজা করতো।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. তারা আরয করবে, 'পবিত্রতা তোমারই, তুমি আমাদের বন্ধু, তারা নয় (১০৬); বরং তারা জিন্‌দের উপাসনা করতো (১০৭)। তাদের মধ্যে অধিকাংশ তাদেরই প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো (১০৮)।'

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۗ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. সুতরাং আজ তোমাদের মধ্যে একে অপরের উপকার-অপকারের কোন ক্ষমতা রাখবে না (১০৯)। এবং আমি বলবো যালিমদেরকে, 'এ আগুনের শাস্তি আস্বাদন করো, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে (১১০)।'

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (১১১) পাঠ করা হয়, তখন বলে (১১২), 'এ তো নয়, কিন্তু একজন পুরুষ, যে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় তোমাদের বাপ-দাদার উপাস্যগুলো থেকে (১১৩)।' আর বলে (১১৪), 'এতো নয়, কিন্তু মনগড়া অপবাদ মাত্র।' এবং কাফিরগণ সত্যকে বললো (১১৫) যখন তাদের নিকট আসলো, 'এতো নয় কিন্তু এক সুস্পষ্ট যাদু।'

وَمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. এবং আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিইনি, যেগুলো তারা পাঠ করে, না আপনার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এসেছে (১১৬)।

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾

৪৫. এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা (১১৭) অস্বীকার করেছে এবং এটা সেটার এক দশমাংশ পর্যন্তও পৌঁছেনি, যা আমি তাদেরকে প্রদান করেছিলাম (১১৮)। অতঃপর তারা আমার রসূলগণকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং কেমন হলো আমাকে অস্বীকার করা (১১৯)!

রুকূ' – ছয়

قُلْ اِنَّمَاۤ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ

৪৬. আপনি বলুন, 'আমি তোমাদেরকে একটা উপদেশ দিচ্ছি (১২০) যে, আল্লাহ্‌র জন্য দণ্ডায়মান থাকো (১২১)

টীকা-১০৮. অর্থাৎ শয়তানদের প্রতি।

টীকা-১০৯. এবং ঐ মিথ্যা উপাস্যগুলো আপন পূজারীদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না।

টীকা-১১০. পৃথিবীতে।

টীকা-১১১. অর্থাৎ ক্বোরআনের আয়াতসমূহ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায়,

টীকা-১১২. হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে।

টীকা-১১৩. অর্থাৎ মূর্তিগুলো থেকে।

টীকা-১১৪. ক্বোরআন শরীফ সম্পর্কে,

টীকা-১১৫. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফকে

টীকা-১১৬. অর্থাৎ আপনার পূর্বে; আরবের মুশরিকদের নিকট না কোন কিতাব এসেছে, না রসূল, যাঁর প্রতি তারা তাদের ধর্মের সম্বন্ধ রচনা করতে পারে। সুতরাং এরা যেই ধারণায় আছে, তাদের নিকট এর কোন সনদ নেই। বস্তুতঃ তা তাদের কুপ্রবৃত্তির প্রতারণাই।

টীকা-১১৭. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণ, যেমন ক্বোরঈশরা রসূলগণকে অস্বীকার করলো এবং তাঁদেরকে

টীকা-১১৮. অর্থাৎ যে শক্তি ও প্রাচুর্য, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এবং দীর্ঘ জীবন পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিলো, ক্বোরাঈশ গোত্রীয় মুশরিকদের নিকট তো তার একদশমাংশও নেই। তাদের পূর্বে তো তাদের অপেক্ষা শক্তি ও ক্ষমতা, ধন-সম্পদে দশগুণ অপেক্ষাও বেশী ছিলো।

টীকা-১১৯. অর্থাৎ তাদেরকে অপছন্দ করা, শাস্তি প্রদান করা ও ধ্বংস করা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী অস্বীকারকারীগণ যখন আমার রসূলগণকে অস্বীকার করলো, তখন আমি আমার শাস্তি দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করেছি। আর তাদের শক্তি, ক্ষমতা এবং ধন-সম্পদ– কোন কিছুই কাজে আসলোনা। সে সব লোকের হাক্বীক্বতই বা কি? তাদের ভয় করা উচিত।

টীকা-১২০. যদি তোমরা তদনুযায়ী কাজ করো তবে তোমাদের নিকট সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। আর তোমরা প্ররোচনা, সন্দেহাদি এবং পথভ্রষ্টতার মুসীবত থেকে নাজাত পাবে। ঐ উপদেশ এই–

টীকা-১২১. নিছক সত্যের সন্ধানের উদ্দেশ্যে নিজেই নিজেকে পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত করে–

টীকা-১২২. যাতে পরস্পর পরামর্শ করতে পারো এবং প্রত্যেকে অপরকে নিজ চিন্তার ফলাফল বর্ণনা করতে পারো আর উভয়ে ন্যায় বিচারের নিরীখে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারো।

টীকা-১২৩. যাতে জমায়েত ও সমাবেশের কারণে স্বভাবতঃ ভীত না হয়। আর পক্ষপাতিত্ব, পক্ষ সমর্থন, প্রতিবাদ ও চক্ষুলজ্জা ইত্যাদি থেকে স্বভাব ও প্রকৃতি পবিত্র থাকে এবং স্বীয় অন্তরে ন্যায় বিচার করার সুযোগ পাওয়া যায়।

টীকা-১২৪. এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করো যে, যেমন–কাফিরগণ তাঁর প্রতি উন্মাদনার যেই অপবাদ দেয়, তাতে সত্যের লেশ মাত্রও আছে কিনা; তোমাদের স্বীয় অভিজ্ঞতায় কোরাঈশে অথবা মানুষ জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তিও ঐ পর্যায়ের বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিনা; এমন তেজস্বী, এমন সঠিক রায়দাতাও কি কখনো দেখেছো? এমন সত্যবাদী ও এমন পবিত্রাত্মাও কি কখনো পেয়েছো? যখন তোমাদের আত্মাই এ রায় দেয় এবং তোমাদের হৃদয়-মনও মেনে নেয় যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঐসব গুণাবলীতে একক ও উপমাহীন, তখন তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে নাও

مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۝

দু'দু'জন (১২২) এবং একা একা (১২৩)। অতঃপর চিন্তা করো (১২৪) যে, তোমাদের এ 'সাহিব'-এর মধ্যে উন্মাদনার কোন বিষয় নেই। তিনি তো নন, কিন্তু তোমাদেরকে সতর্ককারী (১২৫) এক কঠিন শাস্তির পূর্বে (১২৬)।'

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

৪৭. আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই (১২৭); আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহরই উপর; এবং তিনি সবকিছুর উপর সাক্ষী।'

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

৪৮. আপনি বলুন, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সত্য নিক্ষেপ করেন (১২৮), খুব পরিজ্ঞাতা সমস্ত অদৃশ্যের।'

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ۝

৪৯. আপনি বলুন, 'সত্য এসেছে (১২৯) এবং মিথ্যা না সূচনা করে এবং না ফিরে আসে (১৩০)।'

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْٓ اِلَيَّ رَبِّيْ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ۝

৫০. আপনি বলুন, 'যদি আমি বিপথগামী হই, তবে আমি নিজেরই মন্দের জন্য বিপথগামী হয়েছি (১৩১)। আর যদি আমি সৎপথ পেয়ে থাকি তবে সেটার কারণ হচ্ছে– যা আমার প্রতিপালক আমার প্রতি ওহী করেন (১৩২)। নিশ্চয় তিনি শ্রোতা, সন্নিকট (১৩৩)।'

টীকা-১২৫. আল্লাহ্ তা'আলার নবী

টীকা-১২৬. এবং তা হচ্ছে–আখিরাতের শাস্তি।

টীকা-১২৭. অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট উপদেশ, সৎপথের দিশা দান ও রিসালতের বাণী প্রচারের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না।

টীকা-১২৮. আপন নবীগণের প্রতি,

টীকা-১২৯. অর্থাৎ কোরআন ও ইসলাম।

টীকা-১৩০. অর্থাৎ শির্ক ও কুফর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; না সেটার শুরু রইলো, না সেটার প্রত্যাবর্তন। অর্থ এ যে, তা ধ্বংস হয়ে গেছে।

টীকা-১৩১. মক্কার কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতো, "আপনি বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন।" (আল্লাহ্ তা'আলারই আশ্রয়!) আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন, আপনি তাদেরকে বলে দিন, "যদি এ কথা কিছুক্ষণের জন্য ধরেও নেয়া হয় যে, আমি পথভ্রষ্ট হয়েছি' তবে সেটার প্রতিফল আমারই আত্মার উপর বর্তাবে।

টীকা-১৩২. হিকমত ও সুস্পষ্ট বর্ণনার। কেননা, সঠিক পথের দিশা পাওয়া তাঁরই শক্তিদান ও দিশাদানের উপর নির্ভরশীল। নবীগণ সবাই নিষ্পাপ হন। পাপ তাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারেনা। আর হুযূর তো নবীগণের সরদার। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। সৃষ্টি সৎকর্মগুলোর পথ তাঁরই অনুসরণের মাধ্যমে লাভ করে। মহান মর্যাদা ও সুউচ্চ সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হুযূরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পথভ্রষ্টতার সম্বন্ধ নিজের আত্মার দিকে অপ্রকৃত ও কাল্পনিকভাবেই করে নিন, যাতে সৃষ্টিজগত জানতে পারে যে, পথভ্রষ্টতার উৎস হচ্ছে মানুষের 'নাফ্স' (রিপু)। যখন সেটাকে সেটার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়, তখন তা থেকে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আর হিদায়ত আল্লাহ্ তা'আলা, মহামহিমের দয়া ও বদান্যতা দ্বারা অর্জিত হয়। 'নাফস' (মনের প্রবৃত্তি) সেটার উৎস নয়।

টীকা-১৩৩. প্রত্যেক সৎপথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টকে জানেন। আর তাদের কর্ম ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত আছেন। কেউ যতই গোপন করুক না কেন, কারো অবস্থা তাঁর নিকট গোপন থাকতে পারে না।

আরবের এক খ্যাতনামা কবি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন কাফিরগণ তাঁকে বললো, "তুমি কি আপন দ্বীন থেকে ফিরে গেলে? এত বড় কবি ও ভাষাবিদ হয়ে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনলে?" তিনি জবাব দিলেন, "হাঁ। তিনি আমার উপর বিজয়ী হয়েছেন। কোরআন করীমের তিনটি আয়াত আমি শুনতে পেয়েছি এবং চাইলাম সেগুলোর ছন্দের সাথে মিল রেখে তিনটা শ্লোক রচনা করতে। পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছি,

পরিশ্রম করেছি, আমার সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেছি; কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, এটা কোন মানুষের বাণী নয়। ঐ তিনটি আয়াত হচ্ছে- قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ থেকে سَمِيعٌ قَرِيبٌ পর্যন্ত। (রূহুল বয়ান)

টীকা-১৩৪. কাফিরদেরকে মৃত্যুর অথবা কবর থেকে উঠার সময় অথবা বদরের দিন।

টীকা-১৩৫. এবং কোন স্থান পলায়ন করার এবং আশ্রয় গ্রহণ করার পেতে পারে না।

টীকা-১৩৬. যেখানেই থাকুক না কেন। কেননা, যেখানেই থাকুক, আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে দূর হতে পারেনা। তখন আল্লাহ্র পরিচিতি লাভের জন্য অস্থির হয়ে পড়বে।

টীকা-১৩৭. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরকার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

টীকা-১৩৮. অর্থাৎ এখন শরীয়তের বিধি-নিষেধের আওতা বহির্ভূত হয়ে তাওবা ও ঈমান কীভাবে পেতে পারে।

টীকা-১৩৯. অর্থাৎ শাস্তি দেখার পূর্বে।

টীকা-১৪০. অর্থাৎ না জেনে বলে বেড়ায়। যেমন- তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে বলেছিলো যে, তিনি কবি, যাদুকর ও জ্যোতিষী। আর তারা কখনো হুযূর (দঃ)-এর মাধ্যমে কবিত্ব, যাদু ও জ্যোতিষিক কাজ সম্পন্ন হতে দেখেনি।

টীকা-১৪১. অর্থাৎ সত্যতা ও বাস্তবতা থেকে দূরে যে, তাদের এ সব সমালোচনা সত্যতার ধারে কাছেও নেই।

টীকা-১৪২. অর্থাৎ তাওবা ও ঈমানের মধ্যে।

টীকা-১৪৩. যে, তাদের তাওবা ও ঈমান 'নৈরাশ্যের' মুহূর্তে কবূল করা হয়নি।

টীকা-১৪৪. ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে। ★

****

টীকা-১. 'সূরা ফাতির' মক্কী। এতে পাঁচটি রুকূ', পঁয়তাল্লিশটি আয়াত, নয়শ সত্তরটি পদ এবং তিন হাজার একশ ত্রিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. আপন নবীগণের প্রতি।

টীকা-৩. ফিরিশ্তাদের মধ্যে এবং তাদের ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾

৫১. এবং কোন রকমে তুমি দেখবে (১৩৪), যখন তারা ভয়-ভীতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর রক্ষা পেয়ে বের হতে পারবে না (১৩৫) এবং এক নিকটবর্তী স্থান থেকে ধৃত হবে (১৩৬)।

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

৫২. এবং বলবে, 'আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি (১৩৭); এবং এখন তারা তাঁকে কিভাবে পাবে এতো দূরবর্তী স্থান থেকে (১৩৮)।

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

৫৩. যে, পূর্বে (১৩৯) তো তার সাথে কুফর করেছিলো এবং না দেখে ছুঁড়ে মারে (১৪০) দূরবর্তী স্থান থেকে (১৪১)।

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং রুখে দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ও সেটার মধ্যে যা তারা কামনা করে (১৪২), যেমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর সাথে করা হয়েছিলো (১৪৩)। নিশ্চয় তারা প্রতারণাকারী সন্দেহের মধ্যে ছিলো (১৪৪)। ★

সূরা ফাতির

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা ফাতির মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৪৫ রুকূ'-৫

রুকূ' - এক

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আসমান-সমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, ফিরিশ্তাদেরকে বার্তাবাহককারী (২), যাদের দু' দু', তিন তিন ও চার চার পাখা রয়েছে; বৃদ্ধি করেন সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা করেন (৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

২. আল্লাহ্ যা রহমত মানুষের জন্য উন্মুক্ত করেন (৪), তা'তে কেউ বাধা সৃষ্টিকারী নেই এবং তিনি যা কিছু নিরুদ্ধ করেন, তখন তাঁর নিরুদ্ধ করার পর সেটাকে কেউ উন্মুক্তকারী নেই এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

টীকা-৪. যেমন বৃষ্টি, রিয্ক্ব এবং সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি,

★ 'সূরা আল্-সাবা' সমাপ্ত।

টীকা-৫. যেমন তিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানা করেছেন, আসমানকে কোন স্তম্ভ ছাড়াই স্থির করেছেন, আপন পথ-নির্দেশনা ও সত্যের প্রতি আহ্বান করার জন্য রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং জীবিকার দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করেছেন।

টীকা-৬. বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং বিভিন্ন ধরণের তৃণ ও শাক-সবজি উৎপন্ন করে।

টীকা-৭. এবং এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, তিনিই স্রষ্টা ও রিয্‌ক্‌দাতা, ঈমান ও তাওহীদ থেকে কেন বিমুখ হচ্ছো? এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান্তনার জন্য এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৮. হে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! এবং আপনার নবূয়ত ও রিসালতকে অমান্য করে আর তাওহীদ, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তির বিষয়কে অস্বীকার করে।

৩. হে মানবকুল! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ করো (৫)। আল্লাহ ব্যতীত কি অন্য কোন সৃষ্টিকর্তাও আছে যে আসমান ও যমীন থেকে (৬) তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করে? তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় যাচ্ছো পৃষ্ঠদেশ কুঁজো করে (৭)?

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٣

৪. এবং যদি এরা আপনাকে অস্বীকার করে (৮), তবে নিশ্চয় আপনার পূর্বে কত রসূলকেই অস্বীকার করা হয়েছে (৯) এবং সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে (১০)।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٤

৫. হে মানবকুল! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য (১১); সুতরাং কখনো যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন (১২); এবং কিছুতেই যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশের উপর প্রতারণা না করে ঐ বড় প্রতারক (১৩)।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٝ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝٥

৬. নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরাও তাকে শত্রু মনে করো (১৪)। সেতো আপন দলকে (১৫) এ জন্যই আহ্বান করে যেন তারা দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৬)।

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝٦

৭. কাফিরদের জন্য (১৭) কঠিন শাস্তি রয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে (১৮) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٧

রুকূ' - দুই

৮. তবে কি সে-ই, যার দৃষ্টিতে তার মন্দ কর্ম শোভন করে দেখানো হয়েছে, অতঃপর সে সেটাকে উত্তম মনে করেছে? সে কি হিদায়ত প্রাপ্তের মতো হয়ে যাবে (১৯)?

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ

টীকা-৯. তারা ধৈর্য ধারণ করেছেন, আপনিও ধৈর্য ধারণ করুন। নবীগণের সাথে কাফিরদের এ রীতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে।

টীকা-১০. তিনি অস্বীকারকারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং রসূলগণকে সাহায্য করবেন।

টীকা-১১. ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, মৃত্যুর পর অবশ্যই পুনরুত্থান রয়েছে, কর্মসমূহের হিসাব-নিকাশ নিশ্চিতভাবে হবে এবং প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল নিশ্চয় পাবে।

টীকা-১২. যাতে সেটার ভোগ বিলাসের মধ্যে মত্ত হয়ে আখিরাতকে ভুলে না যাও।

টীকা-১৩. অর্থাৎ শয়তান তোমাদের অন্তরসমূহে এ প্ররোচনা দেয় যে, 'পাপাচারসমূহ দ্বারা তৃপ্ত হও। আল্লাহ্ তা'আলা সহনশীল। তিনি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয় সহনশীল।' কিন্তু শয়তানের প্রতারণা এ যে, সে বান্দাদেরকে এ ভাবে তাওবা ও সৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত রাখে এবং পাপ ও নির্দেশ অমান্য করতে দুঃসাহসী করে তোলে। তার প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকো।

টীকা-১৪. এবং তার আনুগত্য করো না এবং আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্যে রত থাকো।

টীকা-১৫. অর্থাৎ আপন অনুসারীদেরকে কুফরের প্রতি

টীকা-১৬. এখন শয়তানের অনুসারী ও তার বিরোধিতাকারীদের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

টীকা-১৭. যদি এরা শয়তানের দলভুক্ত থাকে।

টীকা-১৮. এবং শয়তানের প্রতারণায় না আসে এবং তার পথে না চলে।

টীকা-১৯. কখনো নয়। অসৎ কর্মকে যে ভাল মনে করে সে সৎপথ প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় কিভাবে হতে পারে, সে ঐ পাপী অপেক্ষা বহুগুণ বেশী উত্তম, যে আপন অসৎ কর্মকে খারাপ জানে এবং সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা জানে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবূ জাহলপ্রমুখ মক্কাবাসী মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাদের শিরক্ ও কুফরের মতো কুৎসিত কার্যাদিকে শয়তানের

প্ররোচনা ও সুশোভিত করে দেখানোর কারণে ভাল মনে করতো। অপর এক অভিমত এ যে, এ আয়াত বিদ'আতকারী ও কু-প্রবৃত্তির অনুসারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের মধ্যে রাফেযী (শিয়া) ও খারেজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ, তারা তাদের বাতিল মতবাদীদেরকে ভাল মনে করে। আর তাদেরই দলভুক্ত সমস্ত বাতিলপন্থী– চাই 'ওহাবী' হোক কিংবা 'গায়র মুক্বাল্লিদ' (মাযহাবের ইমামদের অমান্যকারী সম্প্রদায়) অথবা মির্যায়ী হোক কিংবা চাকড়ালী হোক। কিন্তু ঐ কবীরাহ্ গুনাহ্ সম্পাদনকারীরা, যারা আপন পাপাচারগুলোকে মন্দ জানে ও হালাল মনে করে না, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা-২০. যে, আফসোস! তারা ঈমান আনেনি এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকে। অর্থ এ যে, আপনি তাদের কুফর ও ধ্বংসের জন্য দুঃখ করবেন না।

টীকা-২১. যাতে তৃণ, শাক-সবজী এবং ক্ষেত নেই, শুষ্ক মৌসুমের কারণে সেখানে ভূমি প্রাণহীন হয়ে গেছে।

টীকা-২২. এবং তা দ্বারা শস্য-শ্যামলা করে দিই। এতে আমার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

টীকা-২৩. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে একজন সাহাবী আরয করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা মৃতকে কিভাবে জীবিত করবেন? সৃষ্টির মধ্যে তার কোন নিদর্শন থাকলে এরশাদ করুন।" এরশাদ করলেন, "তুমি কি এমন কোন জঙ্গল দিয়ে কখনও অতিক্রম করেছো, যা শুষ্ক মৌসুমের কারণে নির্জীব হয়ে গেছে আর সেখানে কোন শাক-সবজী ও গাছ পালার নাম নিশানাও নেই? অতঃপর ঐ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছো, যখন সেটার সবুজ শস্যের চারাগুলো আন্দোলিত হতে দেখেছো?" ঐ সাহাবী আরয করলেন, "নিশ্চয় তেমনি দেখেছি।" হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং সৃষ্টির মধ্যে এটা তাঁর নিদর্শন"।

টীকা-২৪. দুনিয়া ও আখিরাতে তিনিই সম্মানের মালিক। তিনি যাকে চান সম্মান প্রদান করেন। সুতরাং যে কেউ সম্মানের প্রার্থী হয় সে যেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সম্মানের প্রার্থী হয়। কেননা, প্রত্যেক কিছু সেটার মালিকের নিকট থেকে চাওয়া যায়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মহামহিম বরকতময় প্রতিপালক প্রত্যেক দিন এরশাদ করেন, "যে কেউ উভয় জগতের সম্মান কামনা করে তার উচিত যেন ঐ মহাসম্মানের মালিক (আল্লাহ্ তা'আলা)-এর আনুগত্য করে।" বস্তুতঃ সম্মান লাভের মাধ্যম হচ্ছে– ঈমান ও সৎকর্ম।

টীকা-২৫. অর্থাৎ সেটার স্থান গ্রহণযোগ্যতা ও সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছে। 'পবিত্র বাণী' দ্বারা 'কলেমা-ই-তাওহীদ' (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্), তাস্বীহ (সুবহা-নাল্লাহ্), হামদ (আলহামদু লিল্লাহ্) ও তাকবীর (আল্লাহু আকবর) ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। যেমন– হাকিম ও বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা 'كلم طيب' (পবিত্র বাণী)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এর অর্থ হচ্ছে 'যিক্র' (আল্লাহ্র স্মরণ)। কোন কোন তাফসীরকারক 'ক্বোরআন' ও 'দো'আ' বলেও বর্ণনা করেছেন।

টীকা-২৬. 'সৎ কর্ম' মানে হচ্ছে ঐ ভাল কাজ ও ইবাদত, যা নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করা হয়। আর অর্থ এ যে, 'কলেমা-ই-তৈয়্যবে সৎকর্মকে উন্নীত করে।' কেননা, কোন কর্মই আল্লাহ্র একত্বকে স্বীকার করা ও ঈমান আনা ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়।

অথবা অর্থ এ যে, 'সৎকর্মকে আল্লাহ্ তা'আলা কবূলিয়াতের উন্নত মর্যাদা দান করেন।'

অথবা এ অর্থ যে, 'সৎকর্ম সৎকার্য সম্পাদনকারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করে।' সুতরাং যেই ব্যক্তি সম্মান লাভ করতে চায় তার জন্য সৎকাজ করাই অপরিহার্য।

টীকা-২৭. ঐসব চক্রান্তকারী দ্বারা ঐ সমস্ত ক্বোরাঈশ গোত্রীয় লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা 'দার আল্-নাদ্ওয়া'-তে একত্রিত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বন্দী, হত্যা ও দেশান্তর করার বিষয়ে পরামর্শ করেছিলো; যার বিস্তারিত বিবরণ 'সূরা আন্ফাল'-এর মধ্যে দেয়া হয়েছে।

টীকা-২৮. এবং নিজেদের চক্রান্ত ও প্রতারণায় সফলকাম হবে না। সুতরাং তেমনিই হয়েছে। হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকেন। আর তারা তাদের প্রতারণা ও চক্রান্তের শাস্তি ভোগ করেছে। বদরে বন্দীও হয়েছে, নিহতও হয়েছে এবং মক্কা

এ কারণে, আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন যাকে চান এবং সৎপথ প্রদান করেন যাকে চান। সুতরাং আপনার প্রাণ যেন তাদের জন্য আক্ষেপের মধ্যে না যায় (২০)। আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন যা কিছু তারা করে থাকে।

فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٨

৯. এবং আল্লাহ্ হন, যিনি প্রেরণ করেন বায়ু, যা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতঃপর আমি সেটাকে কোন নির্জীব শহরের দিকে পরিচালিত করি (২১) তারপর, তা দ্বারা আমি যমীনকে জীবন দান করি সেটার মৃত্যুর পর (২২)। এ রূপেই হচ্ছে হাশরে পুনরুত্থান (২৩)।

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ الرِّيْحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ إِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝٩

১০. যে কেউ সম্মান চায়, তবে সম্মান তো সব আল্লাহ্রই হাতে (২৪)। তাঁরই দিকে আরোহণ করে পবিত্র বাণীসমূহ (২৫) এবং যেই সৎ কাজ আছে তা সেটাকে উন্নীত করে (২৬)। এবং ঐসব লোক, যারা মন্দ চক্রান্ত করে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে (২৭)। এবং তাদেরই চক্রান্ত বিনষ্ট হবে (২৮)।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝١٠

মুজাব্‌রামাহ্ থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছে।

টীকা-২৯. অর্থাৎ তোমাদের মূল হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম।

১১. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (২৯) মাটি থেকে, অতঃপর (৩০) পানির বিন্দু থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন জোড়া-জোড়া (৩১) এবং কোন নারী গর্ভধারণ করেনা এবং না সে প্রসব করে, কিন্তু তাঁর জ্ঞাতসারেই। এবং যে কোন দীর্ঘায়ুকে আয়ু প্রদান করা হয় কিংবা যে কারো আয়ু হ্রাস করা হয়– এ সবই একটা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে (৩২)। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ (৩৩)।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۭ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۭ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١١﴾

১২. এবং সমুদ্র দু'টি একরূপ নয় (৩৪)– এটা সুমিষ্ট, খুব মিষ্ট পানি, সুপের এবং এটা লোনা, তিক্ত। প্রত্যেকটা থেকে তোমরা আহার করছো তাজা মাংস (৩৫) এবং বের করছো পরিধান করার এক গয়না (৩৬)। আর তুমি নৌযানগুলোকে তাতে দেখো যে, সেগুলো পানির বুক চিরে চলাচল করে (৩৭), যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো (৩৮) এবং কোন মতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (৩৯)।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۭ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾

১৩. রাতকে প্রবিষ্ট করান দিনের অংশে (৪০) এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতের অংশে (৪১)। এবং তিনি কাজে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করছে (৪২)। তিনিই হন আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, তাঁরই জন্য বাদশাহী। এবং তিনি ব্যতীত যেগুলোর তোমরা পূজা করছো (৪৩), সেগুলো খেজুর-আঁটির আবরণেরও মালিক নয়।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۡ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۭ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿١٣﴾

১৪. তোমরা সেগুলোকে আহবান করলে সেগুলো তোমাদের আহ্বান শুনে না (৪৪) এবং যদি শুনছে বলে ধরেও নেয়া হয়, তবে তোমাদের চাহিদা মেটাতে পারে না (৪৫)। এবং ক্বিয়ামত-দিবসে সেগুলো তোমাদের শির্ককে অস্বীকার করবে (৪৬)। এবং তোমাকে কিছুই বলবে না ঐ বর্ণনাকারীর মতো (৪৭)।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۭ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۭ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿١٤﴾

ক্বুকূ' – তিন

১৫. হে মানবকুল! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী (৪৮); আর আল্লাহ্‌ই অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾

টীকা-৩০. তাদের বংশকে

টীকা-৩১. পুরুষ ও স্ত্রীলোক।

টীকা-৩২. অর্থাৎ 'লওহ-ই-মাহফূয'-এর মধ্যে। হযরত ক্বাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত যে, 'বয়োপ্রাপ্ত' (معمر) হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার বয়স ষাট বছরে পৌঁছেছে। অথচ 'কমবয়স্ক' হচ্ছে– যে এর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে।

টীকা-৩৩. অর্থাৎ কৃতকর্ম ও মৃত্যুর সময় লিপিবদ্ধ করা।

টীকা-৩৪. বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ মৎস্য

টীকা-৩৬. মুক্তা ও প্রবাল।

টীকা-৩৭. সমুদ্রে চলমান অবস্থায় এবং একই বাতাসে আসেও, যায়ও।

টীকা-৩৮. ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভবান হয়ে

টীকা-৩৯. এবং আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকা-৪০. তখন দিন দীর্ঘায়িত হয়ে যায়।

টীকা-৪১. তখন রাত দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। এমনকি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দিন ও রাতের পরিমাণ পনর ঘন্টা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর হ্রাস পেয়ে নয় ঘন্টায় এসে দাঁড়ায়।

টীকা-৪২. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস পর্যন্ত যে, যখন তা এসে পড়বে, তখন সেগুলোর চলা স্থগিত হয়ে যাবে এবং এই নিয়ম-শৃংখলা অবশিষ্ট থাকবে না।

টীকা-৪৩ অর্থাৎ মূর্তি।

টীকা-৪৪. কেননা, প্রাণহীন জড়পদার্থ।

টীকা-৪৫. কেননা, মূলতঃ কোন প্রকার ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধিকারী নয়।

টীকা-৪৬. এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। আর বলবে, "তোমরা আমাদের পূজা করোনি।"

টীকা-৪৭. অর্থাৎ উভয়জগতের অবস্থাদি ও মূর্তি পূজার পরিণামের খবর যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা দেন তেমনি অন্য কেউ দিতে পারে না।

টীকা-৪৮. অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রহ ও ইহসানের মুখাপেক্ষী। আর সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই মুখাপেক্ষী। হযরত যুন্নুন (মিশরী) বলেন– সৃষ্টি প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি

পলকে আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তা হবেও না কেন? তাদের অস্তিত্ব ও তাদের স্থায়িত্ব- সবই তাঁর দয়া ও বদান্যতার ফল।

টীকা-৪৯. অর্থাৎ তোমাদেরকে বিলীন করে দেবেন। কেননা, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন ও সত্ত্বাগতভাবে অভাবমুক্ত।

টীকা-৫০. তোমাদের পরিবর্তে যারা অনুগত ও নির্দেশ মান্যকারী হয়।

টীকা-৫১. অর্থ এই যে, ক্বিয়ামত-দিবসে প্রত্যেকটা সত্তার উপর তারই পাপের বোঝা হবে, যা সে করেছে। আর কোন সত্তাকে অন্য কারো পরিবর্তে পাকড়াও করা হবে না। হাঁ, যে সব পথভ্রষ্টকারী রয়েছে, তাদের পথভ্রষ্ট করার কারণে যেসব লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সমস্ত পথভ্রষ্টতার বোঝা ঐসব পথভ্রষ্টদের উপরও হবে এবং ঐসব পথভ্রষ্টকারীদের উপরও। যেমন- পবিত্র কালামে এরশাদ হয়েছে- وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ অর্থাৎ 'এবং নিশ্চয় তারা বহন করবে নিজেদের গুনাহর বোঝা এবং তাদের গুনাহর বোঝার সাথে অন্যান্যদের গুনাহর বোঝাও।"

এবং বাস্তবপক্ষে, এটা তাদেরই উপার্জিত, অন্য কারো নয়।

টীকা-৫২. পিতা কিংবা মাতা, পুত্র কিংবা ভাই- কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন- মাতা-পিতা পুত্রকে জড়িয়ে ধরবে আর বলবে, "হে আমাদের পুত্র! আমাদের কিছু পাপের বোঝা বহন করো।" সে বলবে, "আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমার নিজের বোঝা কি কম ভারী?"

টীকা-৫৩. অর্থাৎ মন্দ কর্ম থেকে বিরত রয়েছে এবং সৎকর্ম করেছে।

টীকা-৫৪. ঐ সৎকর্মের উপকার সে-ই পাবে।

টীকা-৫৫. অর্থাৎ মূর্খ ও জ্ঞানী অথবা কাফির ও মু'মিন

টীকা-৫৬. অর্থাৎ কুফর।

টীকা-৫৭. অর্থাৎ ঈমান।

টীকা-৫৮. অর্থাৎ সত্য অথবা জান্নাত।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ মিথ্যা অথবা দোযখ।

টীকা-৬০. অর্থাৎ মু'মিনগণ ও কাফিরগণ অথবা আলিমগণ (জ্ঞানীগণ) ও মূর্খগণ।

টীকা-৬১. অর্থাৎ যাকে হিদায়ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাকে তা গ্রহণ করার শক্তি দেন।

টীকা-৬২. অর্থাৎ কাফিরদেরকে। এ আয়াতে কাফিরদেরকে মৃতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, যেভাবে মৃতরা

১৬. তিনি চাইলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন (৪৯), এবং নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসবেন (৫০)।

১৭. এবং এটা আল্লাহ্র জন্য কঠিন কিছু নয়।

১৮. এবং কোন বোঝা বহনকারী প্রাণ অন্যের বোঝা বহন করবে না (৫১)। এবং যদি কোন বোঝাধারী আপন বোঝা বহন করার জন্য কাউকে ডাকে, তবে তার বোঝা থেকে কেউ কিছুই বহন করবে না, যদিও নিকটাত্মীয় হয় (৫২)। হে মাহবূব! আপনার সতর্ক করা তাদেরই উপকারে আসে যারা না দেখে আপন প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম রাখে। আর যে পবিত্র হয়েছে (৫৩), তবে সে নিজের কল্যাণার্থেই পবিত্র হয়েছে (৫৪)। এবং আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১৯. এবং সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান (৫৫);

২০. এবং না অন্ধকারসমূহ (৫৬) ও আলো (৫৭)।

২১. এবং না ছায়া (৫৮) এবং না প্রখর রোদ (৫৯)।

২২. এবং সমান নয় জীবিতরা ও মৃতরা (৬০)। নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনান যাকে চান (৬১)। এবং আপনি শুনাননা তাদেরকে, যারা কবরগুলোতে পড়ে আছে (৬২)।

২৩. আপনি তো হোন এই সতর্ককারী (৬৩)।

২৪. হে মাহবূব! নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা (৬৪) ও

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾
وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾
وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾
وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾
إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا

শ্রুত কথা থেকে উপকৃত হতে পারে না এবং উপদেশও লাভ করতে পারে না, অশুভ পরিণতিসম্পন্ন কাফিরদের অবস্থাও অনুরূপ যে, তারা হিদায়ত ও উপদেশ থেকে উপকার লাভ করতে পারে না। এ আয়াত থেকে 'মৃতরা শুনতে পায় না' মর্মে প্রমাণ গ্রহণ করা বিশুদ্ধ নয়। কেননা, আয়াতের মধ্যে কবরবাসীগণ দ্বারা কাফিরদের বুঝানো হয়েছে; 'মৃতগণ' নয়। আর 'শ্রোতাগণ' দ্বারা ঐ শ্রোতাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের উপর সুপথপ্রাপ্ত হবার উপকার বর্তায়। বাকী রইলো- মৃতদের শ্রবণ করা। তা বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ মাস্আলার বিবরণ বিংশতিতম পারার দ্বিতীয় রুকূ'তে গত হয়েছে।

টীকা-৬৩. সুতরাং যদি শ্রোতা আপনার সতর্কীকরণের প্রতি কান দেয় এবং গ্রহণের কানে শুনে, তবে উপকৃত হবে। আর যদি বারংবার অস্বীকারকারীই হয় এবং আপনাদের উপদেশ গ্রহণ না করে তবে আপনার কোন ক্ষতি নেই; সে-ই বঞ্চিত।

টীকা-৬৪. ঈমানদারগণকে জান্নাতের

টীকা-৬৫. কাফিরদেরকে শাস্তির

وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

সতর্ককারীরূপে (৬৫) এবং যে কোন সম্প্রদায়ই ছিলো, সবটির মধ্যে একজন সতর্ককারী গত হয়েছে (৬৬)।

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং যদি এরা (৬৭) আপনাকে অস্বীকার করে, তবে তাদের পূর্ববর্তীগণও অস্বীকার করেছে (৬৮)। তাদের নিকট তাদের রসূলগণ এসেছেন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (৬৯), গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাব (৭০) নিয়ে।

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

২৬. অতঃপর আমি কাফিরদেরকে পাকড়াও করেছি (৭১)। সুতরাং কেমন হলো আমার অস্বীকার (৭২)?

রুকূ' - চার

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেছেন (৭৩), অতঃপর আমি তা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করেছি (৭৪) এবং পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে পথসমূহ- শুভ্র ও লাল, বিভিন্ন রং-এর এবং কিছু ঘোর কালো।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং মানবকুল, জন্তুসমূহ ও চতুষ্পদ পশুগুলোর রং এমনিতেই নানা ধরণের (৭৫)। আল্লাহ্কে তাঁর বান্দাদের মধ্যে তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানসম্পন্ন (৭৬)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সম্মানিত।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

২৯. নিশ্চয় সেসব লোক, যারা আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম রাখে এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করে- গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমনি ব্যবসার আশাবাদী (৭৭) যাতে কখনো লোকসান নেই;

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

৩০. যাতে তাদের প্রতিদান তাদেরকে পূর্ণমাত্রায় দেন এবং আপন অনুগ্রহে আরো অধিক দান করেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, মূল্যায়নকারী (গুণগ্রাহী)।

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

৩১. এবং ঐ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি (৭৮), তাই সত্য, নিজের পূর্ববর্তী কিতাবাদির সত্যতা ঘোষণা করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ আপন বান্দাদের খবর রাখেন, দেখেন (৭৯)।

টীকা-৬৬. চাই তিনি নবী হোন, কিংবা দ্বীনী আলিম, যাঁরা নবীর পক্ষ থেকে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় দেখিয়েছেন।

টীকা-৬৭. অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ

টীকা-৬৮. তাদের রসূলগণের প্রতি। পুরাকাল থেকেই নবীগণের প্রতি কাফিরদের এ আচরণ চলে আসছে।

টীকা-৬৯. অর্থাৎ নবূয়ত প্রমাণকারী মু'জিযাসমূহ,

টীকা-৭০. তাওরীত, ইঞ্জীল ও যাবূর

টীকা-৭১. বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি থেকে, তাদের অস্বীকারের কারণে।

টীকা-৭২. আমার শাস্তি প্রদান করা!

টীকা-৭৩. বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন?

টীকা-৭৪. সবুজ, লাল ও হলদে ইত্যাদি বিচিত্র ধরণের আনার, আপেল, ডুমুরফল, আঙ্গুর ও খেজুর ইত্যাদি অগণিত

টীকা-৭৫. যেমন- ফল-মূল এবং পর্বতমালায়। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আপন আয়াতসমূহ ও আপন কুদরতের নিদর্শনাদি ও সৃষ্টি কৌশলের চিহ্নসমূহ, যেগুলোকে তাঁর যাত ও গুণাবলীর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়, উল্লেখ করেছেন। এরপর এরশাদ করেন-

টীকা-৭৬. এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জানে, তাঁর মহত্ব সম্পর্কে পরিচিতি রাখে। জ্ঞান যত বেশী, ভয়ও তত বেশী। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন- অর্থ এ যে, সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ভীতি তাঁরই মধ্যে আছে, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা, তাঁর সম্মান ও মহামর্যাদা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "শপথ মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার! আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বাধিক জানি এবং তাঁর সর্বাধিক ভীতি সম্পন্ন।"

টীকা-৭৭. অর্থাৎ সাওয়াবের।

টীকা-৭৮. অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদ।

টীকা-৭৯. এবং তাদের প্রকাশ্য ও গোপনের পরিজ্ঞাতা।

টীকা-৮০. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে এ কিতাব দান করেছি, যাদেরকে সমস্ত উম্মতের উপর প্রাধান্য দিয়েছি এবং রসূলকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গোলামী ও মুখাপেক্ষিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দ্বারা ধন্য করেছি। এই উম্মতের লোকেরা বিভিন্ন স্তরের মর্যাদার অধিকারী।

টীকা-৮১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, অগ্রবর্তী ব্যক্তি হচ্ছেন- নিষ্ঠাবান মু'মিন। আর 'মধ্যমপন্থী' অর্থাৎ 'মধ্যম চালচলন-সম্পন্ন' হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার কার্যকলাপ লোক-দেখানোর শামিল। আর 'যালিম' মানে এখানে সে ব্যক্তিই, যে আল্লাহ্‌র নি'মাতের অস্বীকারকারী তো নয়; কিন্তু কৃতজ্ঞও নয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমাদের অগ্রবর্তী তো অগ্রবর্তীই। আর 'মধ্যমপন্থী' মুক্তি পাবার যোগ্য এবং যালিম ক্ষমার যোগ্য।"

অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত- হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 'সৎকর্মসমূহে অগ্রবর্তী ব্যক্তি জান্নাতে বিনা হিসাবেই প্রবেশ করবে এবং মধ্যমপন্থীর হিসাব গ্রহণের মধ্যে সহজ করা হবে। আর যালিমকে হিসাবের স্থানে আটকিয়ে রাখা হবে। সে দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হবে। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, "অগ্রবর্তী হচ্ছে রসূল পাকের যুগের ঐসব নিষ্ঠাবান লোক, যাঁদের জন্য রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর 'মধ্যমপন্থী' হচ্ছেন ঐসব সাহাবী, যাঁরা হুযূরের (দঃ) অনুসৃত জীবন বিধান মোতাবেক কাজ করতেন আর 'নিজের উপর অত্যাচারী' হচ্ছে- আমাদের-তোমাদের মতো লোকেরাই।" বস্তুতঃ এটা হযরত সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার পরিপূর্ণ বিনয় ছিলো যে, তিনি নিজে নিজেকে তৃতীয় স্তরের মধ্যে গণ্য করেছেন; অথচ তাঁর ছিলো ঐ মহান মর্যাদা ও উচ্চ স্তর, যা তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেছিলেন।

তাফসীরের ক্ষেত্রে আরো বহু মতামত রয়েছে, যেগুলো তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৮২. দলত্রয়;

টীকা-৮৩. এই 'দুঃখ' দ্বারা হয়ত দোযখের দুঃখ বুঝানো হয়েছে অথবা মৃত্যুর, কিংবা পাপসমূহের অথবা ইবাদতসমূহ গৃহীত না হওয়ার, অথবা ক্বিয়ামতের অবস্থাদির। মোট কথা, তাদের কোন দুঃখ থাকবে না। আর তারা এ জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে।

টীকা-৮৪. যে, পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং ইবাদতসমূহ কবূল করেন।

টীকা-৮৫. এবং মরে শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে!

টীকা-৮৬. অর্থাৎ জাহান্নামের

টীকা-৮৭. অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে চিৎকার ও ফরিয়াদ করতে থাকবে যে,

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٣٢﴾

৩২. অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করলাম আপন মনোনীত বান্দাদেরকে (৮০)। সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ আপন প্রাণের প্রতি অত্যাচার করে এবং তাদের মধ্যে কেউ মধ্যম চালচলনের, আর তাদের মধ্যে কেউ এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে সৎকর্মসমূহের মধ্যে অগ্রগামী হয়ে গেছে (৮১)। এটাই মহা অনুগ্রহ।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. বসবাসের বাগানসমূহে প্রবেশ করবে তারা (৮২); তাদেরকে সেগুলোর মধ্যে স্বর্ণের কংকন ও মুক্তা পরানো হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমী।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۗ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই নিমিত্ত, যিনি আমাদের দুঃখ দূরীভূত করেছেন (৮৩)। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল, মূল্যায়নকারী (গুণগ্রাহী) (৮৪)।

الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿٣٥﴾

৩৫. তিনিই, যিনি আমাদেরকে আরামের স্থানে অবতরণ করিয়েছেন, আপন অনুগ্রহে; যেখানে কোন কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না, না সেখানে আমাদেরকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে।'

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং যারা কুফর করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের প্রতি আদেশ আসবে যে, মরে যাবে (৮৫) এবং না তাদের উপর সেটার (৮৬) শাস্তি কিছুটা হাল্কা করা হবে। আমি এভাবেই শাস্তি দিই প্রত্যেক বড় অকৃতজ্ঞকে।

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ

৩৭. এবং তারা তাতে আর্তনাদ করে বলতে থাকবে (৮৭), 'হে আমাদের প্রতিপালক!

টীকা-৮৮. অর্থাৎ দোযখ থেকে বের করো এবং দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করো।

أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

আমাদেরকে বের করো (৮৮) যেন আমরা সৎ কাজ করি, সেটারই বিপরীত, যা আমরা পূর্বে করতাম (৮৯)। আমি কি তোমাদেরকে ঐ দীর্ঘজীবন দান করিনি, যাতে অনুধাবন করতো যার অনুধাবন-ক্ষমতা আছে এবং সতর্ককারী (৯০) তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছিলেন (৯১)। সুতরাং এখন স্বাদ গ্রহণ করো (৯২); যেহেতু, যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

রুকূ' - পাঁচ

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞাত আস্‌মানসমূহ ও যমীনের প্রত্যেক অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে। নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহের কথা জানেন।

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

৩৯. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে যমীনের মধ্যে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন (৯৩)। সুতরাং যে কুফর করে (৯৪), তার কুফরের অশুভ পরিণাম তারই উপর বর্তাবে (৯৫); এবং কাফিরদের জন্য তাদের কুফর তাদের প্রতিপালকের নিকট বৃদ্ধি করবেনা, কিন্তু অসন্তুষ্টিই (৯৬); এবং কাফিরদের জন্য তাদের কুফর বৃদ্ধি করবে না, কিন্তু ক্ষতিই (৯৭)।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

৪০. আপনি বলুন, 'ভালো, বলতো! তোমাদের ঐ শরীকগণ (৯৮), যাদেরকে আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করো, আমাকে দেখাও! তারা যমীন থেকে কোন্ অংশটা সৃষ্টি করেছে, অথবা আসমানসমূহের মধ্যে তাদের কোন্ অংশ আছে (৯৯)? না, আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা সেটার সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহের উপর রয়েছে (১০০)? বরং যালিমগণ পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে প্রতিশ্রুতি দেয়না, কিন্তু প্রতারণার (১০১)।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ্ ধরে রেখেছেন আস্‌মানসমূহ ও যমীনকে যাতে নড়াচড়া না করে (১০২)। এবং যদি সেগুলো স্থানচ্যুত হয়ে যায় তবে সেগুলোকে কে রুখে রাখবে, আল্লাহ্ ব্যতীত? নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ

৪২. এবং তারা আল্লাহ্র শপথ করেছে, আপন শপথগুলোর মধ্যে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা সহকারে যে, যদি তাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসে, তবে তারা অবশ্যই কোন না কোন দল অপেক্ষা অধিকতর সৎপথের অনুসারী হবে (১০৩)।

টীকা-৮৯. অর্থাৎ আমরা কুফরের পরিবর্তে ঈমান আনবো এবং পাপাচার ও তোমার নির্দেশ অমান্য করার পরিবর্তে তোমার প্রতি আনুগত্য ও নির্দেশ পালন করবো। এর জবাবে তাদেরকে বলা হবে-

টীকা-৯০. অর্থাৎ রসূলে আকরাম, সৈয়্যদে আলম মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-৯১. তোমরা এই সম্মানিত রসূলের আহ্বান গ্রহণ করোনি এবং ইবাদত ও তাঁর আনুগত্য বজায় রাখো নি।

টীকা-৯২. শাস্তির স্বাদ

টীকা-৯৩. এবং তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী করেছেন এবং সেগুলোর মুনাফাসমূহ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন; যাতে তোমরা ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকা-৯৪. এবং ঐ নি'মাতসমূহের জন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না,

টীকা-৯৫. অর্থাৎ আপন কুফরের অশুভ পরিণতি তাকেই বরদাস্ত করতে হবে;

টীকা-৯৬. অর্থাৎ আল্লাহ্র শাস্তি।

টীকা-৯৭. আখিরাতে

টীকা-৯৮. অর্থাৎ মূর্তি,

টীকা-৯৯. যে, আসমানসমূহ সৃষ্টি করার মধ্যে কি সেগুলোর কোন দখল আছে? কি কারণে সেগুলোকে ইবাদতের উপযোগী সাব্যস্ত করছো?

টীকা-১০০. সেগুলোর মধ্যে কোনটাই নেই।

টীকা-১০১. যে, তাদের মধ্যে যারা পথভ্রষ্টকারী রয়েছে, তারা আপন অনুসারীদেরকে ধোকা দেয় এবং মূর্তিগুলোর তরফ থেকে তাদেরকে মিথ্যা আশা প্রদান করে।

টীকা-১০২. এবং না আসমান ও যমীনের মধ্যভাগে শির্ক-এর মতো পাপকার্য সম্পন্ন হয়, তাহলে আসমান ও যমীন কিভাবে কায়েম থাকবে?

টীকা-১০৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়ত প্রকাশের পূর্বে ক্বোরাঈশীগণ ইহুদী ও খৃষ্টানদের আপন নবীগণকে অমান্য করা

ও তাঁদেরকে অস্বীকার করা সম্পর্কে বলেছিলো, "আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর অভিসম্পাত করুন! কারণ, তাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে রসূল এসেছেন, আর তারা তাঁদেরকে অস্বীকার করেছে ও অমান্য করেছে। আল্লাহ্র শপথ! আমাদের নিকট কোন রসূল আসলে, তবে আমরা তাদের অপেক্ষা অধিকতর সৎপথের উপর থাকবো এবং তাঁকে রসূলরূপে মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের উত্তম দলের অপেক্ষাও অগ্রবর্তী হয়ে যাবো।"

টীকা-১০৪. অর্থাৎ নবীকুল সরদার, শেষনবী, আল্লাহ্র হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভ আবির্ভাব ও আলো বিকিরিত হলো।

সূরা ঃ ৩৫ ফাতির | ৭৯২ | পারা ঃ ২২

فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤٢﴾

অতঃপর যখন তাদের নিকট সতর্ককারী তাশরীফ আনলেন (১০৪) তখন তিনি তাদের জন্য বৃদ্ধি করেন নি, কিন্তু ঘৃণাই (১০৫)-

اِسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۗ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ۗ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٣﴾

৪৩. যমীনের মধ্যে অহংকার করা এবং মন্দ ষড়যন্ত্রই (১০৬)। মন্দ ষড়যন্ত্রের কুফল ষড়যন্ত্রকারীদের উপরই আপতিত হয় (১০৭)। সুতরাং তারা কিসের অপেক্ষায় রয়েছে? কিন্তু সেটারই, যা পূর্ববর্তীদের বেলায় অনুসৃত প্রথাই ছিলো (১০৮)। সুতরাং তুমি কখনো আল্লাহ্র বিধানে পরিবর্তন পাবে না এবং কখনো আল্লাহ্র আইনে কোন ব্যতিক্রমও পাবেনা।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿٤٤﴾

৪৪. এবং তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে (১০৯) এবং তারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর শক্ত ছিলো (১১০)। এবং আল্লাহ্ তেমন নন, যাঁর আয়ত্ব থেকে বের হতে পারে কোন কিছুই- আসমানসমূহের মধ্যে এবং না যমীনের মধ্যে। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, শক্তিমান।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. এবং যদি আল্লাহ্ মানবকূলকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন (১১১), তবে পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন বিচরণকারীকেই ছাড়তেন না, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা (১১২) পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তাদের প্রতিশ্রুতি আসবে, তখন আল্লাহ্র সমস্ত বান্দা তাঁরই দৃষ্টিভুক্ত (১১৩)। ★

মানযিল - ৫

টীকা-১০৫. সত্য ও সৎপথের দিশা দান থেকে এবং

টীকা-১০৬. 'মন্দ চক্রান্ত' দ্বারা হয়ত শির্ক ও কুফর বুঝানো হয়েছে অথবা রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রতারণা ও ধোকা করা।

টীকা-১০৭. অর্থাৎ প্রতারকের উপর। সুতরাং প্রতারণাকারীগণ বদরে নিহত হয়েছে।

টীকা-১০৮. যে, তারা অস্বীকার করেছে এবং তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১০৯. অর্থাৎ তারা কি সিরিয়া, ইরাক এবং ইয়েমেনের সফরগুলোতে নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামকে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস এবং তাদের শাস্তি ও পতনের নিদর্শনাবলী দেখেনি, যাতে সেগুলো থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারতো?

টীকা-১১০. অর্থাৎ ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহ, এ মক্কাবাসীদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিলো। এতদসত্ত্বেও এতটুকুও তো হতে পারেনি যে, তারা শাস্তি থেকে পলায়ন করে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে পারে!

টীকা-১১১. অর্থাৎ তাদের পাপাচারগুলোর কারণে।

টীকা-১১২. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-১১৩. তাদেরকে তাদের কর্মসমূহের প্রতিদান দেবেন। যারা শাস্তির উপযোগী তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আর যারা দয়া পাবার উপযোগী তাদের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবেন। ★

****

★ 'সূরা ফাতির' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা য়া-সীন' মক্কী; এতে পাঁচটি রুকূ', তিরাশিটি আয়াত, সাতশ উনত্রিশটি পদ এবং তিন হাজার বর্ণ আছে। তিরমিযীর হাদীস শরীফে বর্ণিত– প্রত্যেক কিছুর হৃদয় আছে এবং ক্বোরআন করীমের হৃদয় হচ্ছে 'য়া-সীন'। যে ব্যক্তি (একবার সূরা) য়াসীন পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দশবার ক্বোরআন পাঠ করার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। এ হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ের (غريب) এবং এর সনদে একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত আছে। আবূ দাউদের হাদীসে বর্ণিত– "বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– "আপন মৃতদের উপর 'য়া-সীন' পাঠ করো।" এ কারণে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মৃত্যুযন্ত্রণাকালে মৃত্যুবরণকারীর নিকটে 'সূরা য়া-সীন' পাঠ করা হয়।

টীকা-২. হে নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-৩. যা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়। এ পথ 'তাওহীদ' ও 'হিদায়তের'ই পথ। সমস্ত নবী আলায়হিমুস সালাম এ পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এ আয়াতে কাফিরদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতো لَسْتَ مُرْسَلًا অর্থাৎ "আপনি রসূল নন!"

এরপর ক্বোরআন করীম সম্পর্কে এরশাদ ফরমান–

সূরা ঃ ৩৬ য়াসীন ৭৯৩ পারা ঃ ২২

সূরা য়াসীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা য়াসীন মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৮৩ রুকূ'-৫

রুকূ' – এক

১. ইয়া-সীন।

২. হিকমতময় ক্বোরআনের শপথ;

৩. নিশ্চয় আপনি (২) প্রেরিত–

৪. সরল পথের উপর (৩)।

৫. সম্মানিত, দয়াময়ের অবতীর্ণ;

৬. যাতে আপনি এ সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যার বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয়নি (৪)। সুতরাং তারা গাফিল।

৭. নিশ্চয় তাদের অধিকাংশের উপর বাণী অবধারিত হয়েছে (৫); সুতরাং তারা ঈমান আনবে না (৬)।

৮. আমি তাদের ঘাড়সমূহে বেড়ী পরিয়ে দিয়েছি যে, সেগুলো থুতনী পর্যন্ত পৌঁছেছে, সুতরাং তারা ঊর্ধ্বমূখী হয়ে রয়েছে (৭)।

يٰسٓ ۝١
وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢
اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣
عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤
تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥
لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧
اِنَّا جَعَلْنَا فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝٨

মানযিল – ৫

টীকা-৪. অর্থাৎ তাদের নিকট কোন নবী পৌঁছেননি। বস্তুতঃ ক্বোরাঈশ গোত্রীয়দেরই এ অবস্থা যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পূর্বে তাদের মধ্যে কোন রসূল আসেন নি।

টীকা-৫. অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশ ও 'আদি ফয়সালা' (قضاء ازلى) তাদের শাস্তির উপর কার্যকর হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার এরশাদ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ। অর্থাৎঃ আমি অবশ্যই জাহান্নাম ভর্তি করবো (অবাধ্য) জিন্ ও ইনসানকে একত্রিত করে। তাদেরই বেলায় প্রমাণিত ওপ্রযোজ্য হয়েছে। আর শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যাওয়া এ কারণেই যে, তারা কুফর ও অস্বীকারের উপর স্বেচ্ছায় অবিচলিত থেকে যায়।

টীকা-৬. এরপর তাদের কুফরের মধ্যে পরিপক্কতার উপমা এরশাদ হয়েছে।

টীকা-৭. এটা উপমা তাদেরই কুফরের মধ্যে এমন পাকাপোক্ত হবারই যে, আয়াতসমূহ, সতর্কীকরণ, উপদেশ ও পথপ্রদর্শন– কোনটা দ্বারাই তারা উপকৃত হতে পারে না। যেমন– ঐ ব্যক্তি, যার ঘাড়সমূহে 'বেড়ী' জাতীয় বস্তু লেগে আছে, যা থুতনী পর্যন্ত পৌঁছে থাকে এবং সে কারণে সে মাথা নত করতে পারে না। এমনি অবস্থা তাদেরই, যারা কোন মতেই সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে না এবং তাঁর (আল্লাহ্) মহান দরবারে মাথা অবনত করেনা।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, "এটা তাদেরই প্রকৃত অবস্থা। জাহান্নামে তাদেরকে এমতাবস্থায়ই শাস্তি দেয়া হবে। যেমন অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন– اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْۤ اَعْنَاقِهِمْ অর্থাৎঃ 'যখন বেড়িসমূহ তাদের ঘাড়ে পরানো হবে।'

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবূ জাহ্ল ও তার দু'জন মাখযূম গোত্রীয় বন্ধুর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আবূ জাহ্ল শপথ করে বলেছিলো যে, যদি সে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখে, তবে সে পাথর মেরে তাঁর শির মুবারক ভেঙ্গে ফেলবে। যখন সে হুযূরকে নামাযরত অবস্থায় দেখলো তখন ঐ কুউদ্দেশ্যে একটা ভারী পাথর হাতে নিয়ে আসলো। অতঃপর পাথরটা উঠালো। তখন তার হাত দু'টি তার গর্দানের সাথে আটকা পড়ে রইলো। আর পাথরটি তার হাতকে আঁকড়ে ধরলো। এ অবস্থা দেখে সে তার বন্ধুদ্বয়ের দিকে ছুটে পালালো আর তাদেরকে

ঘটনার বিবরণ দিলো।

তা শুনে তার বন্ধু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা বললো, "এ কাজটা আমিই করবো। আমি তাঁর শির পিষ্ট করেই আসবো।" সুতরাং সে পাথর নিয়ে আসলা। হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখনো নামাযেই রত ছিলেন। যখন সে নিকটে পৌঁছলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিলেন। সে হুযূরের শব্দ শুনতে লাগলো, কিন্তু চোখে কিছুই দেখতে পেলো না। সেও হতভম্ব হয়ে আপন সঙ্গীদের প্রতি ফিরে আসলো। কিন্তু সে তাদেরকেও দেখতে পায়নি। তারাই তাকে ডেকে বললো, "তুমি কি করে এসেছো?" সে বলতে লাগলো, "আমি তাঁর শব্দতো শুনতে পেলাম। কিন্তু তাঁকে দেখতেই পেলাম না।" এখন আবূ জাহ্লের তৃতীয় বন্ধু দাবী করলো যে, সে ঐ কাজটা সমাধা করবে এবং খুব জোর দাবী সহকারে সে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু উল্টো পায়ে এমনই বোধশক্তিহারা হয়ে পালিয়ে আসলো যে, এসেই মুখের উপর উপুড় করে লুটিয়ে পড়লো। তার সঙ্গীরা অবস্থা জানতে চাইলো, তখন সে বলতে লাগলো, "আমার অবস্থা অতি শোচনীয়। আমি একটা খুব বিরাটকায় ষাঁড় দেখতে পেলাম, যা আমার ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। লাত ও ওয্যার শপথ! যদি আমি সামান্যটুকুও সম্মুখে অগ্রসর হতাম, তবে তা আমাকে খেয়ে ফেলতো।" এই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন ও জুমাল)

টীকা-৮. এটাও একটা উপমা– যেমন কোন মানুষের জন্য উভয় দিকে প্রাচীর হলে এবং চতুর্দিক থেকে রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হলে সে কখনো আপন উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। এই অবস্থা ঐসব কাফিরেরও। কারণ, তাদের চতুর্দিক থেকে ঈমানের রাস্তা বন্ধ। সম্মুখে তাদের দুনিয়ার অহংকারের প্রাচীর, তাদের পেছনে আখিরাতকে অস্বীকারের। আর তারা মূর্খতার জেলখানায় বন্দী রয়েছে। নিদর্শনাদি ও প্রমাণসমূহের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার তাদের সুযোগ নেই।

টীকা-৯. অর্থাৎ আপনার সতর্ক করা ও ভীতি প্রদর্শন করার মাধ্যমে তারাই উপকৃত হয়।

টীকা-১০. অর্থাৎ জান্নাতের।

টীকা-১১. অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা সৎকর্ম কিংবা অসৎকর্ম করেছে, যাতে সেটার উপর প্রতিফল দেয়া যায়।

টীকা-১২. অর্থাৎ– এবং আমি তাদের ঐসব নিদর্শন ও কর্মপন্থাদিও লিপিবদ্ধ করি, যেগুলো তারা তাদের পশ্চাতে রেখে গেছে। চাই ঐ কর্মপন্থা সৎ হোক, কিংবা অসৎ হোক। যেসব সৎপন্থা উম্মতেরা বের করে সেগুলোকে বলা হয় 'বিদ'আত-ই-হাসনাহ্' (بدعت حسنه) বা উত্তম নবপন্থা। আর এমন পন্থার আবিষ্কারকগণ এবং তদনুযায়ী কার্য সম্পাদনকারীগণ– উভয়ই সাওয়াব পায়। পক্ষান্তরে, যে সব লোক মন্দ পন্থাসমূহ বের করে সেগুলোকে 'বিদ'আত-ই-সাইয়্যেআহ্' (بدعت سيئه) বা মন্দ নবপন্থা বলে। এমন পন্থার আবিষ্কারকগণ ও তদনুযায়ী আমলকারীগণ– উভয়ই গুনাহ্গার হয়।

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ⑨

৯. এবং আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের পেছনে একটা প্রাচীর। আর তাদেরকে উপর থেকে আবৃত করে দিয়েছি। সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায়না (৮)।

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑩

১০. এবং তাদের পক্ষে এক সমান– আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন অথবা না-ই করুন! তারা ঈমান আনবে না।

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ⑪

১১. আপনি তো তাকেই সতর্ক করছেন (৯), যে উপদেশ অনুযায়ী চলে এবং পরম দয়ালুকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং তাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন (১০)।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ

১২. নিশ্চয় আমি মৃতদেরকে জীবিত করবো এবং আমি লিপিবদ্ধ করছি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করেছে (১১) এবং যে সব নিদর্শন পেছনে রেখে গেছে (১২) এবং প্রত্যেক বস্তু আমি গণনা করে

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে– বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে ভালপন্থা আবিষ্কার করেছে, সে ঐ পন্থা বের করারও সাওয়াব পাবে এবং তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারীদের সমান সাওয়াবও পাবে এবং আমলকারীদের সাওয়াবে কোনরূপ হ্রাস করা হবে না। আর যে ইসলামে মন্দ পন্থা বের করেছে, তবে তার উপর ঐ মন্দ পন্থা বের করার গুনাহ্ও বর্তাবে এবং তদনুযায়ী আমলকারীদের গুনাহ্ও। আর এগুলোর উপর আমলকারীদের গুণাহে কোন রূপ হ্রাস করা হবেনা।"

এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, শতশত সৎকর্ম, যেমন– ফাতিহা, গেয়ারবী, তৃতীয়া, চল্লিশতম (দিবসের ফাতিহা), ওরস, খানার আয়োজন, খতমে ক্বোরআন, যিক্র-মাহফিল ও মীলাদ-মাহফিল, শাহাদাতের স্মরণসভা ইত্যাদি, যেগুলোকে বাতিলপন্থী লোকেরা 'বিদ'আত' বলে নিষেধ করে এবং মানুষকে এসব সৎকর্ম থেকে বাধা দেয়, ঐসব কর্মই সঠিক এবং প্রতিদান ও সাওয়াব পাবার উপযোগী। সেগুলোকে 'মন্দ বিদ'আত' বলা ভুল ও অবাস্তব। ঐসব ইবাদত ও সৎকর্মসমূহ, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে যিক্র, তেলাওয়াত, সাদক্বাহ্-খয়রাত ইত্যাদি। সেগুলো 'মন্দ বিদ'আত' নয়। 'মন্দ-বিদ'আত' হচ্ছে ঐসব মন্দপন্থা, যেগুলোর কারণে ধর্মের ক্ষতি হয় ও সুন্নাতের পরিপন্থী। যেমন– হাদীস শরীফে এসেছে– "যেই সম্প্রদায় 'বিদ'আত' আবিষ্কার করে, যার কারণে একটা সুন্নাত বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং 'বিদ'আত-ই-সাইয়্যেআহ্' বা 'মন্দ-বিদ'আত' হচ্ছে– তাই, যা দ্বারা সুন্নাত বিলীন হয়ে যায়। যেমন– রাফেযী হওয়া,

খারেজী হওয়া ও ওহাবী হওয়া ইত্যাদি এসবই চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ ও গর্হিত বিদ'আত। রাফেযী মতবাদ ও খারেজী মতবাদ দু'টি যথাক্রমে, সাহাবা কেরাম ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'আহলে বায়ত' (পরিবারবর্গ ও বংশধরগণ)-এর প্রতি শত্রুতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ গুলোর কারণে 'আসহাব' ও 'আহলে বায়ত'-এর প্রতি ভালবাসা ও তাঁদের প্রতি ভক্তি পোষণ করার সুন্নাত উঠে যায়, অথচ শরীয়তে এর তাকীদী-নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওহাবী(ইত্যাদি) মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে– আল্লাহ্‌র মাকবূল বান্দাগণ, সম্মানিত নবীগণ ও ওলীগণের শানে বেয়াদবী ও অশালীনতা এবং সমস্ত মুসলমানকে মুশরিক সাব্যস্ত করার উপরই। এ মতবাদ দ্বারা বুযর্গানে দ্বীনের প্রতি সম্মান এবং শিষ্টাচার ও শালীনতা প্রদর্শনের এবং মুসলমানদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা রাখার ঐসব সুন্নাত বিলীন হয়ে যায়, যেগুলোর প্রতি কঠোর তাকীদ দেয়া হয়েছে এবং যা ধর্মে খুব প্রয়োজনীয় জিনিষও।

এ আয়াতের তাফসীরে এ কথাও বলা হয় যে, 'নিদর্শনসমূহ' মানে ঐ পদক্ষেপন, যা নামাযী মসজিদের প্রতি চলাচলের সময় করে থাকে। এ অর্থের ভিত্তিতে আয়াতের শানে নুযূল এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, বনী সাল্‌মাহ্ মদীনা তৈয়্যবাহ্‌র দূর প্রান্তে বসবাস করতো। তারা চাইলো মসজিদ শরীফের নিকটে এসে বসবাস করতে। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "তোমাদের পদাঙ্কসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। তোমরা তোমাদের বাসস্থান পরিবর্তিত করো না। অর্থাৎ যতই দূর থেকে আসবে ততই পদাঙ্ক বেশী পড়বে। আর পুরস্কার এবং সাওয়াবও বেশী হবে।

টীকা-১৩. অর্থাৎ 'লওহ-ই-মাহফূয'-এর মধ্যে।

টীকা-১৪. ঐ শহর দ্বারা 'ইন্তাকিয়া' (انطاكيه) বুঝানো হয়েছে। এটা এক বড় শহর। এতে প্রস্রবণ ছিলো, কতিপয় পর্বত ছিলো। তাতে একটা মজবুত কিল্লা ছিলো, তা বার মাইল দূরে অবস্থিত।

টীকা-১৫. হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আপন দু'জন 'হাওয়ারী'– 'সাদিক' ও 'সাদূক'-কে ইন্তাকিয়ায় প্রেরণ করলেন, যেন তাঁরা সেখানকার লোকদেরকে, যারা মূর্তির পূজারী ছিলো, সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করেন। যখন তাঁরা দু'জন শহরের নিকটে পৌঁছলেন, সেখানে তাঁরা একজন বৃদ্ধ লোককে দেখতে পান। লোকটা মেষ চরাচ্ছিল। তাঁর নাম ছিলো 'হাবীব-ই-নাজ্জার'। তিনি তাঁদের অবস্থাদি জানতে চাইলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন– "আমরা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের প্রেরিত। তোমাদেরকে সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করার জন্য এসেছি, যেন তোমরা মূর্তিপূজা বর্জন করে খোদার ইবাদতের পথ অবলম্বন করো।"

সূরা ঃ ৩৬ য়াসীন — ৭৯৫ — পারা ঃ ২২

رٰ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝١٢

রেখেছি এক বর্ণনাকারী কিতাবে (১৩)।

রুকূ' - দুই

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝١٣

১৩. এবং তাদের নিকট নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করো ঐ শহরবাসীদের (১৪) যখন তাদের নিকট প্রেরিত পুরুষগণ এসেছিলো (১৫)।

মানযিল – ৫

হাবীব-ই-নাজ্জার তাঁদের নিকট কোন নিদর্শন আছে কিনা জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, "নিদর্শন এ যে, আমরা রোগীদেরকে আরোগ্য দান করি, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়ে থাকি এবং কুষ্ঠ রোগীর রোগ দূরীভূত করি।" হাবীব-ই-নাজ্জারের একটা পুত্র সন্তান দু'বছর ধরে রুগ্ন ছিলো। তাঁরা তার উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। সে সুস্থ হয়ে গেলো। হাবীব-ই-নাজ্জার ঈমান আনলেন। অতঃপর এ ঘটনার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। শেষপর্যন্ত, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির এক বিরাট অংশ তাঁদের হাতে নিজেদের রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলো।

এ সংবাদ পেয়ে বাদশাহ্ তাঁদেরকে ডেকে বললো, "আমাদের উপাস্যগুলো ছাড়া কি অন্য কোন উপাস্যও আছে?" তাঁরা উভয়ে বললেন, "হাঁ। তিনিই, যিনি তোমাকে এবং তোমার উপাস্যগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।"

অতঃপর লোকেরা তাঁদের প্রতি ধাবিত হলো এবং তাঁদেরকে প্রহার করলো। আর তাঁদেরকে কারারুদ্ধ করা হলো। তারপর হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম শাম'উনকে প্রেরণ করলেন। তিনি অপরিচিত লোকবেশে শহরে প্রবেশ করলেন। তারপর বাদশাহ্‌র সভাসদমণ্ডলী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে বাদশাহ্‌র নিকট পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। তার উপরও স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে নিলেন।

যখন শাম'উন দেখলেন যে, বাদশাহ্ তাঁর প্রতি খুব আসক্ত হয়ে পড়েছেন তখন একদিন বাদশাহ্‌র নিকট উল্লেখ করলেন, "যেই দু'জন লোককে বন্দী করা হয়েছে তাদের কথাও কি শুনা হয়েছে যে, তারা কি বলতে চেয়েছিলো?" বাদশাহ্ বললেন, "না-তো! যখন তারা নতুন দ্বীনের নাম নিলো তৎক্ষণাৎ আমার রাগ এসে গেলো।"

শাম'উন বললেন, "যদি বাদশাহ্‌র অনুমতি পাওয়া যায়, তবে তাদেরকে ডাকা যেতে পারে। দেখা যাক তাদের নিকট কী আছে?"

সুতরাং তাঁদের উভয়কে হাযির করা হলো। শাম'উন তাঁদেরকে বললেন, "তোমাদেরকে কে প্রেরণ করেছে?" তাঁরা বললেন, "ঐ আল্লাহ্, যিনি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক প্রাণীকে জীবিকা দিয়েছেন এবং যাঁর কোন শরীক নেই।"

শাম'উন বললেন, "তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।" তাঁরা বললেন, "তিনি যা চান তা করেন। যা ইচ্ছা করেন তা নির্দেশ দেন।"

শাম'উন বললেন, "তোমাদের নিদর্শন কি আছে?" তাঁরা বললেন, "বাদশাহ্ যা চান।" অতঃপর বাদশাহ্ একজন অন্ধ বালককে ডেকে হাযির করলেন। তাঁরা দো'আ করলেন। সে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো।

শাম'উন বাদশাহকে বললেন, "এখন এটা উচিত হবে যে, আপনার উপাস্যগুলোকে বলা হোক যেন তারাও অনুরূপ করে দেখায়; যাতে তোমার ও সেগুলোর সম্মান প্রকাশ পায়।"

বাদশাহ্ শাম'উনকে বললো, "তোমার নিকট তো গোপন করার কোন কথা নেই। আমাদের উপাস্যগুলো না দেখতে পায়, না শুনতে পায়। না কিছু ধ্বংস করতে পারে, না কিছু গড়তে পারে।" অতঃপর বাদশাহ্ ঐ দু'জন হাওয়ারীকে বললো, "যদি তোমাদের উপাস্য মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে আমরা তাঁর উপর ঈমান নিয়ে আসবো।" তাঁরা বললেন, "আমাদের মা'বূদ প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।" বাদশাহ্ এক গ্রামবাসী কৃষকের ছেলেকে (শবদেহ) হাযির করালেন, যে সাতদিন পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো। তার শবদেহটি গলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। তাঁদের দো'আয় আল্লাহ্‌র তা'আলা তাকে জীবিত করলেন এবং সে উঠে দাঁড়ালো। আর বলতে লাগলো, "আমি মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলাম। আমাকে জাহান্নামের সাতটা উপত্যকায় প্রবেশ করানো হয়েছিলো। আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, তোমরা যেই ধর্মের উপর আছো তা খুবই ক্ষতিকারক। তোমরা ঈমান আনো।" আরো বলতে লাগলো, "আসমানের দরজাগুলো খুললো। তখন একজন খুব সুন্দর যুবক আমার নজরে পড়লো, যে এই তিনজন লোকের পক্ষে সুপারিশ করছে।" বাদশাহ্ বললেন, "কোন্ তিনজন?" সে বললো, "একজন শাম'উন আর এ দু'জন।"
বাদশাহ্ হতবাক হয়ে গেলো। যখন শাম'উন দেখলেন যে, তার কথা বাদশাহ্‌র মনে প্রভাব ফেলেছে তখন তিনি বাদশাহ্‌কে উপদেশ দিলেন। সুতরাং সে ঈমান আনলো। তার সাথে তাঁর সম্প্রদায়েরও কিছু লোক ঈমান আনলো। আর কিছু লাক ঈমান আনেনি। ফলে, তারা আল্লাহ্‌র শাস্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলো।

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

১৪. যখন আমি তাদের প্রতি দু'জনকে পাঠিয়েছিলাম (১৬), অতঃপর তারা তাদেরকে অস্বীকার করেছে, অতঃপর আমি তৃতীয় দ্বারা শক্তিশালী করেছি (১৭), তখন তারা সবাই বললো (১৮), 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।'

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

১৫. বললো, 'তোমরা তো নও, কিন্তু আমাদের মতো মানুষ এবং পরম দয়ালু কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। তোমরা নিরেট মিথ্যুক।'

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬. তারা বললো, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন যে, নিঃসন্দেহে অবশ্যই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।'

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

১৭. এবং আমাদের দায়িত্ব নয়, কিন্তু সুস্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া (১৯)।

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

১৮. তারা বললো, 'আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি (২০)। নিশ্চয় যদি তোমরা ফিরে না আসো (২১), তা'হলে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো এবং নিশ্চয় আমাদের হাতে তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।

قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

১৯. তাঁরা বললেন, 'তোমাদের অমঙ্গল তো তোমাদের সাথে (২২)। তোমরা কি এরই উপর ক্ষেপে উঠছো যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে (২৩)? বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী লোক (২৪)।'

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

২০. এবং শহরের শেষ প্রান্ত থেকে একজন পুরুষ ছুটে আসলো (২৫), বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, প্রেরিত পুরুষগণের অনুসরণ করো!

اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

২১. এমন লোকদের অনুসরণ করো, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চান না এবং তাঁরা সৎপথের উপর রয়েছেন।' ★

টীকা-১৬. অর্থাৎ দু'জন হাওয়ারী। ওয়াহ্‌বে বলেন যে, তাঁদের নাম - ইউহ্না ও বূ-লাস ছিলো। আর কা'আবের অভিমত হচ্ছে- তাদের নাম সাদিক ও সাদূক।

টীকা-১৭. অর্থাৎ শাম'উনের মাধ্যমে শক্তি ও সমর্থন পৌঁছানো হয়েছে।

টীকা-১৮. অর্থাৎ তিনই প্রেরিত।

টীকা-১৯. সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে; এবং তিনি অন্ধ ও রুগ্ন লোকদেরকে সুস্থ করেন ও মৃতদেরকে জীবিত করেন।

টীকা-২০. যখন থেকে তোমরা এসেছো, বৃষ্টি হয়নি।

টীকা-২১. আপন দ্বীনের প্রচার থেকে।

টীকা-২২. অর্থাৎ তোমাদের কুফর।

টীকা-২৩. এবং তোমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

টীকা-২৪. পথভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতার মধ্যে এবং এটাই বড় অমঙ্গল।

টীকা-২৫. এবং হাবীব-ই-নাজ্জার, যিনি পাহাড়ের গুহায় আল্লাহ্‌র ইবাদতে রত ছিলেন। যখন তিনি শুনলেন যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ প্রেরিত পুরুষদেরকে অস্বীকার করেছে, ★

****

★ দ্বাবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।